

পঞ্চম অধ্যায়

▶▶ প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস



আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষেরা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পণ্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল ‘অস্ট্রিক’। জাতি হিসেবে এদের বলা হতো নিষাদ। এরপর বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় ‘আলপাইন’ নামে এক জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন : মৌর্য শাসনের পূর্বে ব্যাপক অর্থে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। একে বলা হতো কৌম সমাজ। আর্যদের পূর্বে কিছু কিছু ধর্মচিন্তা পরবর্তী সময়ে এদেশের হিন্দুধর্মে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যায় কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, যোগ সাধনা ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলা চিরকালই কৃষি প্রধান দেশ। প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীদের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। তারা সবাই মিলে একসাথে গ্রাম গড়ে তুলত। আর গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাত। যারা চাষ করত বা অন্য কোনো প্রকারে জমি ভোগ করত, বিনিময়ে তাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট কর দিতে হতো। অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমি দান করা হতো। এ জমির জন্য কোনো কর দিতে হতো না।

প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পকলা : বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। নানাবিধ কারণে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাচীন যুগে বাংলার শিল্পকলা খুবই উন্নত ছিল।

স্থাপত্য : প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অতি সামান্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। চীন দেশের ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী ও প্রাচীন শিলালিপি থেকে প্রাচীন যুগে বাংলার কারবকার্যময় বহু হর্ম্য, (চূড়া, শিখা) মন্দির, স্তূপ ও বিহারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাস্কর্য : খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে অথবা এর পূর্ব বর্ষ হতে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। প্রাচীন বাংলায় বহু মন্দির ছিল। তাই, ভাস্কর্য শিল্পকলাও যে উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অনেক স্থানে মন্দির ধ্বংস হলেও তার মধ্যে দেবমূর্তি রবিত হয়েছে। কেবলমাত্র পুরস্করণ, তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্ত-পূর্ব যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেত্রে পাল যুগ স্মরণীয়। নবম থেকে দ্বাদশ শতক-এ চার শতক পর্যন্ত এ যুগের শিল্পকে সাধারণত পাল যুগের শিল্পকলা বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এ যুগের শিল্পনীতিই পরবর্তী সেন যুগেও অব্যাহত ছিল। প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি এ যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। এতে ধর্মভাবের প্রভাবই ছিল বেশি।

চিত্রশিল্প : পাল যুগের পূর্বকার কোনো চিত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রাচীনকালেই বাংলায় যে চিত্র অঙ্কনের চর্চা ছিল তাতে কোনো

শিখনফল

- প্রাচীন বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতিনীতিতে জনগণের প্রদর্শিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে।
- ইতিহাস চর্চায় মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।

সন্দেহ নেই। সাধারণত বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য চিত্রাঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য – উদ্ভব ও বিকাশ : আর্যদের প্রাচীন বাংলায় আগমনের পূর্বে এখানে নানা জাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। তারা আর্যভাষী হিন্দু ছিল না। কিন্তু তারা যে কোন ভাষায় কথা বলত তা সঠিকভাবে আজও নির্ণয় করা যায় নি। গোষ্ঠী বিভাগের সাথে মানব জাতির ভাষা বিভাগের সর্ম্মিশ্রণ না ঘটলে একথা বলা যায় যে, বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা নানা ভাষা-ভাষী লোক ছিল না।

বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। তারা ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) ও শ্যামদেশের (থাইল্যান্ড) মোন এবং কম্বোজের বের শাখার মানুষের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধ হয় বলা হতো ‘নিষাদ’ কিংবা ‘নাগ’; আর পরবর্তীকালে ‘কোলর’, ‘ভিলর’ ইত্যাদি। অনুমান করা যেতে পারে, তাদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন, বের শাখার ভাষার মতোই। তবে নয় ও দশ শতকের আগে বাংলা ভাষার রূপ সম্পর্কে জানবার উপায় নেই। চর্যাপদ এবেত্রে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন। তাই বলা যায়, আট শতক হতে বারো শতক পর্যন্ত এ পঁচাত্তর বছরই হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা : প্রাচীন বাংলায় আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে সঠিক কোনো কিছু জানা যায় না। কারণ সে সকল আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-কর্মের ইতিহাস হলো জনপদবন্দ্য প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের পূজা-অর্চনা, ভয়-ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কারের ইতিহাস। তখন দেশব্যাপী ধর্মের প্রকৃতি একই রকম ছিল না। বরং বর্ণ, শ্রেণি, কৌম, জনপদ ইত্যাদির বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-কর্মেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। তদুপরি, তাদের প্রাচীন ধর্মমত, সংস্কার, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি রূপান্তরিত হয়ে আর্যধর্মের সাথে মিলে গিয়েছে।

প্রাচীন বাংলার আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতি : প্রাচীন বাংলায় পূজা-পার্বণ ও আমোদ প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলব্ধে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হতো। বিজয়া দশমীর দিন ‘শাবোরৎসব’ নামে একপ্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো।

এসব পূজা-পার্বণে অনুষ্ঠিত নানাবিধ আমোদ-উৎসব ব্যতীত হিন্দুধর্মের অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।



বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



- প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বখ্যাত কোন কাপড় বাংলায় তৈরি হতো?
 ৩৩ রেশম ৩৪ রেশমি ৩৫ মসলিন ৩৬ পশমি
- প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিকে কৃষি নির্ভর বলা হয়, কেননা এ সময়ে—
 i. বাংলার প্রধান ফসল ছিল ধান
 ii. ইক্ষু, তুলা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল
 iii. প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭ i ৩৮ ii ৩৯ ii ও iii ৪০ i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবিতা গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতিতে শালবন বিহার পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে লব করে যে বিহারের মধ্যখানে উচু ঢিবির ওপর কেন্দ্রীয় মন্দির, চারপাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অসংখ্য কব, দেওয়ালে টেরাকাটা অঙ্কন। সবকিছু মিলিয়ে অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন।

- কবিতার দেখা প্রাচীন নিদর্শনের বেশিষ্ঠের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন নিদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
 ৩৩ ঢাকার আশরাফপুরের ৩৪ চট্টগ্রামের খেওয়ারির
 ৩৫ নওগাঁর পাহাড়পুরের ৩৬ বাঁকুড়ার বহুলাড়ার
- উক্ত প্রাচীন নিদর্শনে যে বেশিষ্ঠ্য পরিলবিত হয়, তা হলো—
 i. বৌদ্ধদের নির্মিত
 ii. জ্ঞান সাধনার স্থান
 iii. দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭ i ও ii ৩৮ ii ও iii ৩৯ ii ও iii ৪০ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন- ১ ▶▶

প্রাচীন আমল

চিনা তার বাস্তুবীর বড় বোন নীলার বিয়েতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। নীলার পিতা গ্রামের সম্পদশালী ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশে সুতিবস্ত্র, সিল্ক, ঔষধ, মিহি চাউল রপ্তানি করেন। গ্রামে অনেক কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। দরকারি অনেক জিনিস গ্রামেই তৈরি হয়। গ্রামের লোকেরা এখনও মাটির তৈরি কলস, হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করে। গ্রামে এখনও যথেষ্ট কৃষি জমি, চারণভূমি, হাট বাজার, বন্দর, যানবাহন চলাচলের পথ রয়েছে। এমন একটি গ্রামে বিবাহ অনুষ্ঠানে এসে চিনা মুগ্ধ। বিয়ের দিন চিনা খুব সুন্দর করে সুতির শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম ও মাথায় ওড়না পরে সুন্দর করে চুলের খোপা বেঁধেছে। বিয়ে বাড়িতে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দধি ও বীর পরিবেশন করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান দেয়া হয়। বিবাহ ও খাবারের শেষে একটি ছোট গানের জলসার আয়োজন ছিল।



- আর্যদের ভাষার নাম কী?
- কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?
- উদ্দীপকে বর্ণিত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বাংলার কোন আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়— ব্যাখ্যা কর।
- ‘নীলাদের গ্রামের আর্থিক কাঠামো তৎকালীন বাংলার প্রতিচ্ছবি’ তুমি কি উক্তিটির সঙ্গে একমত? যুক্তি দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

খ. অতি প্রাচীন যুগে আর্যরা যে ভাষা ব্যবহার করত এবং যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সময় ও স্থানভেদে এর অনেক পরিবর্তন

ঘটে। এ সংস্কারের ধারায় উদ্ভব ঘটে সংস্কৃত ভাষার। সংস্কৃত হতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ ভাষা হতে অষ্টম বা নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে প্রাচীন বাংলার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় বাঙালির প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মতোই ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দধি, বীর ইত্যাদি ছিল। চাল হতে তৈরি বিভিন্ন প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় খাবার ছিল। ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব জনপ্রিয় খাবার ছিল। দুধ, নারকেলের পানি, ইক্ষুরস, তালরস জনপ্রিয় পানীয় ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মেয়েরা সুতি শাড়ি, পায়ে আলতা, সিঁদুর, কুমকুম ও নানারকম খোপা বাঁধা ও অনেকে চুড়ি পরতে ভালোবাসত। উদ্দীপকের চিনাও এসব পোশাক-পরিচ্ছদ পরে। পুরবয়রা ধুতি চাদর পরতে ভালোবাসত। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বাংলার প্রাচীন আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ. নীলাদের গ্রামের আর্থিক কাঠামো তৎকালীন বাংলার তথা প্রাচীন বাংলার প্রতিচ্ছবি— আমি উক্তিটির সাথে একমত। প্রাচীন বাংলার বেশিরভাগ লোক গ্রামে বাস করত। তখন গ্রামে ছিল কৃষি জমি, চারণভূমি, হাটবাজার, বন্দর, যানবাহন চলাচলের পথ। কুটিরশিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের দরকারি সব জিনিসপত্রই গ্রামে তৈরি করা হতো। উদ্দীপকের নীলাদের গ্রামের বর্ণনাও এরূপ। প্রাচীন বাংলায় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। বাংলার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, সুতি ও রেশম কাপড়, চিনি, গুড়, লবণ, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা, চাল, নারকেল, ওষুধ তৈরির গাছপালা প্রভৃতি। বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত। এছাড়াও অনুপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, আচার-অনুষ্ঠান সে যুগেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গাড়ি ও নৌকা। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। তাদের স্ত্রী পরিজনরা নৌকা ও পালকিতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে আসা যাওয়া করত। বিবাহের পর নববধূকে গরবর গাড়িতে বা পালকিতে করে শ্বশুরবাড়ি আনা হতো। মোটের ওপর বলা যায় যে, আধুনিককালের গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং সেকালের জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

জাতিভেদ প্রথা

প্রশ্ন- ২ ▶▶

সৌরভ ব্যানার্জী ও প্রদীপ বণিক দুই বন্ধু এবং একই শহরে বসবাস করে। সৌরভের বাবা কাপড়ের ব্যবসা করেন। তার দোকানে টাজাইলের তাঁত, রাজশাহীর সিল্ক ও জামদানি শাড়ি বিক্রি হয়। বর্তমানে তিনি সুতি কাপড় ও সিল্ক শাড়ি বিদেশে রপ্তানি করছেন। প্রদীপের বাবা চাউল, চিনি, লবণ, মসলা ইত্যাদির ব্যবসা করেন। তিনি চিনি ও মসলা আমদানি করেন। একদিন প্রদীপ সৌরভদের বাড়িতে যায় এবং তার বোনকে দেখে নিজ বড় ভাইয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। প্রদীপরা সৌরভদের সম্মক নয় বিধায় উক্ত প্রস্তাব বাতিল করে দেন সৌরভের মা-বাবা।

ক. কখন থেকে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়?

খ. প্রাচীন বাংলার মানুষের অবস্থা কেমন ছিল?

গ. সৌরভের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তার মা-বাবার মনোভাবে তৎকালীন বাংলার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।



ঘ. তুমি কি মনে কর, প্রদীপের বড় ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা তৎকালীন বাংলার সমাজের অগ্রগতির অস্তরায়? যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রায় খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের পূর্বে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়।
খ কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। মানুষের জীবন মোটের ওপর সুখের ছিল। তবে প্রাচীন বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের কষ্টাও জানা যায়। তখনকার দিনে বাঙালি পুরবষদের কোনো সুনাম ছিল না। তবে বাঙালি মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। সমাজের উঁচু শ্রেণির অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল মূল বমতা। এ সময় শুধু ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারত।

গ সৌরভের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তার বাবা-মায়ের মনোভাবে তৎকালীন বাংলার জাতিভেদ প্রথার দিকটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সময়ে সাধারণত নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ মেলামেশা করতে পারত। সমাজের উঁচুশ্রেণি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল মূল বমতা। উঁচুশ্রেণির মেয়ের সাথে নিম্নশ্রেণির ছেলের বিয়ে প্রচলিত ছিল না। উদ্দীপকেও প্রদীপের সৌরভদের সম্বন্ধ নয় বিধায় বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দেন সৌরভের মা-বাবা। সমাজে ব্রাহ্মণরাই ছিল উঁচুশ্রেণির লোক। তারা ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাই নিম্নপর্ষায়ের কোনো জাতির সাথে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিত না।
উদ্দীপকে সৌরভের মা-বাবার মনোভাবে প্রাচীন বাংলার এই জাতিভেদ প্রথাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ আমি মনে করি প্রদীপের বড় ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা তৎকালীন বাংলার সমাজের অগ্রগতির অস্তরায়। তৎকালীন সমাজে বিশেষ দিক ছিল জাতিভেদ প্রথা। সমাজে প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট কাজ ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির লোক। তারা ছিল সর্বোচ্চ বমতার অধিকারী। তাদের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের জাতিভেদ মনোভাব সমাজে অগ্রগতির পথে নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করত। সে সময় ব্রাহ্মণরাই শুধু শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারত। সমাজে অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের সুযোগ না পাওয়ায় সমাজের অন্য জাতি ছিল অবহেলিত। সুতরাং বলা যায়, ব্রাহ্মণদের মনোভাব তৎকালীন বাংলার সমাজের অগ্রগতির অস্তরায়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে— বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়কম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবাধীনের পরীবা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- পূর্ববঙ্গে মানুষের খুব প্রিয় খাবার ছিল— [স. বো. '১৬]
 (ক) ভাত ও মাছ (খ) মাংস ও সবজি (গ) মাংস ও দুধ (ঘ) ইলিশ ও শুঁটকি
- ওয়ালী-বটেশ্বরে কত বৎসর পূর্বের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে? [স. বো. '১৬]
 (ক) ২৩০০ (খ) ২৪০০ (গ) ২৫০০ (ঘ) ২৬০০
- বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কোনটি সঠিক? [স. বো. '১৬]
 (ক) সংস্কৃত → অপভ্রংশ → প্রাকৃত → বাংলা
 (খ) প্রাকৃত → সংস্কৃত → অপভ্রংশ → বাংলা
 (গ) সংস্কৃত → প্রাকৃত → অপভ্রংশ → বাংলা
 (ঘ) অপভ্রংশ → প্রাকৃত → সংস্কৃত → বাংলা
- এখন পর্যন্ত মোট কতটি চর্যাপদ পাওয়া গেছে? [স. বো. '১৫]
 (ক) ৪৫ (খ) ৪৬ (গ) ৪৭ (ঘ) ৪৮
- বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় কোন জাতি? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) সৌড় (খ) আর্য (গ) আলপাইন (ঘ) বাঙালি
- বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন সমাজব্যবস্থা ছিল সর্বেসর্বী? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
 (ক) কৌম সমাজ (খ) কৌলিন্য সমাজ
 (গ) ব্রাহ্মণ সমাজ (ঘ) কায়স্থ সমাজ
- প্রাচীন সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন কারা? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) ব্রাহ্মণরা (খ) বত্রিয়রা (গ) বৈশ্যরা (ঘ) শূদ্ররা
- প্রাচীন বাংলায় বত্রিয়দের পেশা কী ছিল?

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- অধ্যয়ন করা (ক) যুদ্ধ করা
 (খ) অধ্যাপনা করা (গ) পূজা-পার্বণ করা
- প্রাচীন বাংলায় শূদ্রদের পেশা ছিল নিচের কোনটি? [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য (খ) কৃষিকাজ
 (গ) যুদ্ধ (ঘ) পূজা-পার্বণ পরিচালনা
- প্রাচীন বাংলায় ধনসম্পত্তিতে কাদের কোনো আইনগত অধিকার ছিল না? [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) ছেলে (খ) পুরবষ (গ) মা-বাবা (ঘ) নারী
- প্রাচীন বাংলায় যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম কী ছিল? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) গরুর গাড়ি (খ) শকট (গ) জাহাজ (ঘ) বাস
- বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা শুরব হয় কোন সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
 (ক) হিন্দু (খ) মুসলিম (গ) বৌদ্ধ (ঘ) খ্রিস্টান
- প্রাচীন বাংলায় জমির প্রকৃত মালিক ছিল কে? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) কৃষক (খ) মজুর (গ) রাজা (ঘ) বর্ণাচারি
- বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় বাংলায় তৈরি হয় কোন সময় থেকে? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
 (ক) মধ্য যুগ (খ) আধুনিক যুগ (গ) প্রস্তর যুগ (ঘ) প্রাচীন যুগ
- প্রাচীন বাংলার কত গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 (ক) ১৮ (খ) ১৯ (গ) ২০ (ঘ) ২১
- প্রাচীনকালের ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নিচের কোনটি প্রচলিত ছিল? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

১৭. বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান মাধ্যম যেমন টাকা-পয়সা ঠিক তেমনি প্রাচীন বাংলায় কোনটি প্রচলিত ছিল?
[বাঁগাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
১৮. বাংলায় মুদ্রার প্রচলন শুরুর হয় কত খ্রিষ্টপূর্ব শতকে?
[বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
১৯. সোমপুর বিহারটি নির্মিত হয় কত শতকে?
[বাঁগাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
২০. বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটির অবস্থান ছিল কোথায়?
[মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর]
২১. দিনাজপুর জেলার বানগড়ে নির্মিত মন্দিরটি কীসের তৈরি?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
২২. উয়ারী বটেশ্বর কোথায় অবস্থিত?
[চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২৩. বিষ্ণুর রেখাচিত্রটি পাওয়া যায় কোন তাম্রশাসনে?
[মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২৪. শ্যামদেশ এর বর্তমান নাম কী?
[কালেক্টরেট স্কুল, ঠাকুরগাঁও]
২৫. বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা কোন গোষ্ঠীর মানুষ?
[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২৬. আর্যদের ভাষার নাম কী?
[আল হেরা একাডেমি, পাবনা; রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২৭. বর্তমান পর্যন্ত মোট কতটি চর্যাপদ পাওয়া গেছে?
[বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২৮. আর্যাবতে সবচেয়ে প্রাচীন শৈব সম্প্রদায় কোনটি?
[বাঁগাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
২৯. জৈনধর্মের প্রভাব কমে এসেছিল কোন যুগের শুরুরতে?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
৩০. ষষ্ঠ শতকে বাংলার কোথায় অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
৩১. ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?
[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
৩২. শালবন বিহার নির্মাণ করেন কে?
[বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
৩৩. দ্বাদশ শতকের শেষদিকে প্রথমে মগধ ও পরে উত্তর বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলো ধ্বংস হয় কীভাবে?
[বাঁগাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
৩৪. বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল কোনটি?
[কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]
৩৫. প্রাচীন বাংলার উৎসবসমূহ মূলত গড়ে ওঠে কোন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে?
[কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬. চীন দেশের ভ্রমণকারী হলেন—
i. লামা তারানাথ

- ii. ফা-হিয়েন
iii. হিউয়েন-সাং
নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭. বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে—
[বাঁগাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
- i. শাহাজানপুরের বড়বিলে
ii. রাজশাহীর পাহাড়পুরে
iii. বাঁকড়ার বহুলাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৮. নিগ্রহস্ত নামটি সমর্থনযোগ্য—
[পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. জৈনধর্মের লোকদের বেত্রে
ii. তেরো শতকে বাংলায় এ সংঘের অস্তিত্ব ছিল
iii. সপ্তম শতকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে নিগ্রহস্ত জৈনদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➡ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৯. মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন?
(অনুধাবন)
- সমাজবন্ধনভাবে বাস করে বলে
● বিভিন্ন স্থানে বাস করে বলে
● সকলের উদ্দেশ্য একই বলে
● উদার ধার্মিক মনোভাবের কারণে
৪০. বাংলার আদি জনপদের মানুষরা কখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল?
(জ্ঞান)
- আর্য যুগে
● মুসলিম যুগে
● গুপ্ত যুগে
● আর্যদের আগমনের পূর্বে
৪১. 'সংকর-জন' হিসেবে পরিচিত কারা?
(অনুধাবন)
- আর্যরা
● বাঙালিরা
● বত্রিয়রা
● অস্ট্রিকরা
৪২. অধিকাংশ বাঙালির মাথা কী?
(অনুধাবন)
- গোল
● চ্যাপ্টা
● লম্বা
● চৌকো

➡ প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৪

- আর্য সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় অজ্ঞা ছিল— জাতিভেদ প্রথা।
■ প্রাচীন বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল— 'সতীদাহ প্রথা'।
■ প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল— গরুর গাড়ি ও নৌকা।
■ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বাংলার অধিকাংশ মানুষ— গ্রামে বাস করত।
■ প্রাচীন সমাজে মূল বমতা ছিল— সমাজের উচ্চ শ্রেণি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাতে।
■ প্রাচীন সমাজে মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে— ব্রাহ্মণদের প্রভাবে।
■ সেন আমলে হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে— ব্রাহ্মণদের প্রভাবে।
■ প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে নিচু শ্রেণি ছিল— শূদ্ররা।
■ প্রাচীনকালে শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা করত— ব্রাহ্মণরা।
■ প্রাচীন বাংলার সমাজকে বলা হয়— কৌম সমাজ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. মৌর্য শাসনের পূর্বে বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় ফুটে ওঠেনি। এর কারণ কী?
(উচ্চতর দরতা)
- রাজনৈতিক ধারণার অভাব ছিল

At a Glance

৪৪. রহিম একটি পত্রিকায় দেখল 'A' সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যই জাতিভেদ প্রথা। এখানে 'A' কোন সমাজকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
- আর্য ② ব্রাহ্মণ ③ পৌরাণিক ④ বৌদ্ধ
৪৫. কারা শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারতেন? (জ্ঞান)
- ① অস্ট্রিক ● ব্রাহ্মণ ② বদ্রিয় ③ শূদ্র
৪৬. অজমতা বাবার কাছ থেকে জানতে পারল প্রাচীনকালে শূদ্র একটি সম্প্রদায় শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারত। সম্প্রদায়টি কী? (প্রয়োগ)
- ব্রাহ্মণ ② বদ্রিয় ③ শূদ্র ④ আর্য
৪৭. প্রাচীনকালে সমাজের উচ্চ শ্রেণি বলতে কাদের বোঝানো হতো? (অনুধাবন)
- ব্রাহ্মণদের ② বৌদ্ধদের ③ আর্যদের ④ শূদ্রদের
৪৮. সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা অধিক ছিল কেন? (অনুধাবন)
- ① ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে
● পূজা-পার্বণ, অধ্যাপনা তাদের দায়িত্ব ছিল বলে
② তাদের শক্তি বেশি ছিল বলে
③ তাদের টাকা-পয়সা ছিল বলে
৪৯. মি. মজুমদার ক্লাসে বললেন 'B' বর্ণ ছাড়া প্রাচীন বাংলায় প্রায় সকল বর্ণের মানুষ পরস্পরের সাথে মেলামেশা করত। 'B' দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
- ① বদ্রিয় ● ব্রাহ্মণ ② বৈশ্য ③ শূদ্র
৫০. ব্রাহ্মণ ছাড়া মানুষ সব বর্ণের মানুষের সাথে মেলামেশা করত। এটি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দর্শন)
- ব্রাহ্মণই ছিল সমাজের নেতা ② ব্রাহ্মণরা আলাদা স্থানে বাস করত
③ ব্রাহ্মণরা অন্যদের ভালোবাসত না ④ ব্রাহ্মণরা নিচু শ্রেণির ছিল
৫১. বাকের তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের হতে না দিলে জুয়ান মাস্টার বাকেরকে বলেন ভূমি প্রাচীন যুগের ন্যায় কাজ করেছে। জুয়ান মাস্টার এখানে প্রাচীন যুগের কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন? (উচ্চতর দর্শন)
- ① নারীর ওপর অত্যাচার ● মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব
② মেয়েদের কাজ করার ইঙ্গিত ③ স্বামীর স্বাধীনতা খর্ব
৫২. বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাসিতা ত্যাগ করতে হতো কেন? (অনুধাবন)
- ① সহমরণ প্রথার জন্য ● স্বামীর মৃত্যুর জন্য
② সম্পত্তিতে অধিকারের জন্য ③ পূজা পালন করার জন্য
৫৩. নববধূ শিখা রাণীকে গ্রামের লোকেরা স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে বাধ্য করে। এটি প্রাচীনকালের কোন প্রথাকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
- ① বিধবা বিবাহ ② দশহরা ● সতীদাহ প্রথা ③ অবরোধ
৫৪. প্রাচীন পূর্ববঙ্গে মানুষের খুব প্রিয় খাবার কী ছিল? (অনুধাবন)
- ইলিশ ও শাঁটকি ② নিরামিষ ও ভাত
③ পিঠা ও মুখরোচক খাবার ④ ভাত ও মাংস
৫৫. পূর্ববঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল কোন যুগে? (জ্ঞান)
- ① আর্য যুগে ● প্রাচীন যুগে ② মধ্য যুগে ③ পাল যুগে
৫৬. প্রাচীন যুগে বাংলার নর-নারীরা কী পরিধান করত? (অনুধাবন)
- ① লুঙ্গি ও ফুজি ② পায়জামা ও ওড়না
● ধুতি ও শাড়ি ③ ধুতি ও মেস্রি
৫৭. প্রাচীন বাংলার পুরুষদের সাধারণ পোশাক কী ছিল? (জ্ঞান)
- ① লুঙ্গি ● ধুতি ② পায়জামা ③ প্যান্ট
৫৮. বিধি একটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখল নায়ক-নায়িকারা কানে কুন্ডল, গলায় হার, আঙুলে আঁঠি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করেছে। যাত্রাপালায় কোন যুগ প্রতিবিম্বিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
- ① তাম্র ② মধ্য ③ পাল ● প্রাচীন
৫৯. জয়া বাবার পায়ে কাঠের খড়ম দেখে অবাক হলে বাবা তাকে বলেন এরকম জুতা পূর্বযুগেও ছিল। এখানে পূর্বের যুগ বলতে জয়ার বাবা কোনটিকে বুঝিয়েছেন? (উচ্চতর দর্শন)

- প্রাচীন যুগ ② বৈদিক যুগ
③ তাম্র যুগ ④ মধ্যযুগ
৬০. প্রাচীন বাংলার প্রচলিত খেলা কোনটি? (জ্ঞান)
- দাবা ② হা-ডু-ডু ③ ক্রিকেট ④ ফুটবল
৬১. প্রাচীনকালে জনগণের জীবনে কিসের প্রবল প্রভাব ছিল? (জ্ঞান)
- ① উৎসবের ② সংস্কৃতির
③ গান-বাজনার ● ধর্মশাস্ত্রের
৬২. মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো কী দিয়ে? (জ্ঞান)
- ① সেতু ② নৌকা ● সাঁকো ③ ব্রিজ
৬৩. প্রাচীন বাংলায় নববধূকে কীসে করে শ্বশুর বাড়িতে আনা হতো? (জ্ঞান)
- পালকিতে ② বাসে
③ মাইক্রোতে ④ নৌকায়
৬৪. প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত কেন? (অনুধাবন)
- কৃষি প্রধান দেশ বলে ② অধিকাংশ মানুষ শিবিত বলে
③ গ্রামে বসবাসের সুবিধা বলে ④ গ্রামের আবহাওয়া ভালো বলে
৬৫. প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক কোথায় বাস করত? (জ্ঞান)
- ① শহরে ● গ্রামে ③ কন্দরে ④ নগরে
৬৬. সেন রাজাদের শাসনামলে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হওয়ার মূল কারণ কোনটি? (উচ্চতর দর্শন)
- ① জমিদারদের অত্যাচার ② আর্যদের অত্যাচার
③ বৌদ্ধদের অত্যাচার ● ব্রাহ্মণদের অত্যাচার
৬৭. সেন যুগে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে দুর্দশা নেমে আসে। এর কারণ কী হতে পারে বলে ভূমি মনে কর? (উচ্চতর দর্শন)
- সেনরা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিল
② বৌদ্ধ সমাজ নিম্নবর্ণের ছিল
③ বৌদ্ধ সমাজের সাথে বিরোধ ছিল
④ বৌদ্ধরা কম শক্তিশালী ছিল
৬৮. ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কোন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বেশি হতো? (জ্ঞান)
- বৌদ্ধ ② পৌরাণিক ③ বৈদিক ④ জৈন
৬৯. প্রাচীন বাংলায় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে কেন? (অনুধাবন)
- সেন রাজাদের অত্যাচারে ② পাল রাজাদের অত্যাচারে
③ ব্রাহ্মণ রাজাদের অত্যাচারে ④ বৌদ্ধদের অত্যাচারে
৭০. কোন আমলে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে দুর্দশা নেমে আসে? (জ্ঞান)
- ① পাল ● সেন ② আর্য ③ গুপ্ত
৭১. কাদের প্রভাবে হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে? (জ্ঞান)
- ব্রাহ্মণ ② অস্ট্রিক ③ শূদ্র ④ বদ্রিয়
৭২. প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণদের প্রভাবে কোনটি ঘটে? (উচ্চতর দর্শন)
- ① বৌদ্ধদের প্রভাব বেড়ে যায়
② অভিজাতদের বমতা কমে যায়
● সাধারণ হিন্দু সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে
③ মুসলমানদের পতন হয়
৭৩. সেন যুগের শেষ দিকে বাংলায় মুসলমানদের উত্থান ঘটে। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
- ① মুসলমানরা শক্তিশালী ছিল ② সেনরা দুর্বল ছিল
③ সেনরা অসুস্থ হয়ে পড়ছিল ● সমাজে বিশৃঙ্খলা ছিল
৭৪. বিপর্যস্ত তার বন্ধুকে বলল 'X' সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয়। 'X' কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
- মুসলিম সমাজ ② হিন্দু সমাজ
③ বৌদ্ধ সমাজ ④ ব্রাহ্মণ সমাজ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৫. ব্রাহ্মণরা সকলের সাথে মেলামেশা করত না। কারণ— (অনুধাবন)
- i. অহংকারের জন্য
ii. নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
iii. জাতি নষ্ট হওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
- ① i ও ii ② i ও iii ● ii ও iii ③ i, ii ও iii

৭৬. প্রাচীন বাংলায় পুরবষেরা— (অনুধাবন)
i. মালকোচা দিয়ে ধূতি পরত
ii. ধূতি হাঁটুর নিচে নামত না
iii. মাঝে মাঝে শাড়ি পরত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৭৭. প্রাচীন যুগে মেয়েদের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হতো— (অনুধাবন)
i. আলতা
ii. সিঁদুর
iii. কুমকুম
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৮. বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো— (অনুধাবন)
i. মৃদঙ্গ
ii. মাটির পাত্র
iii. করতাল
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৯. প্রাচীন বাংলায় বেশি প্রচলন ছিল— (অনুধাবন)
i. গান
ii. নাচ
iii. অভিনয়
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
৮০. নারীদের মধ্যে প্রচলন ছিল— (অনুধাবন)
i. উদ্যান রচনা
ii. জলকীড়া
iii. হা-ডু-ডু
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮১. প্রাচীনকালে মেয়েদের সাজসজ্জায় ব্যবহার হতো— (অনুধাবন)
i. কাঠের খড়ম
ii. আলতা
iii. কুমকুম
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ● ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮২. প্রাচীন বাংলায় যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল— (অনুধাবন)
i. গরুর গাড়ি
ii. বাস
iii. নৌকা
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ● i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮৩. গরুর গাড়ির অনেক কদর থাকার কারণ— (অনুধাবন)
i. নববধূকে শ্বশুরবাড়িতে আনার বেঞ্চে ব্যবহৃত হতো
ii. যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল
iii. দ্রুত যাতায়াত করা যেত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮৪. খালবিলে চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হতো— (অনুধাবন)
i. ভেলা
ii. ডোঙ্গা
iii. নৌকা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮৫. বিবাহের পর নববধূকে শ্বশুরবাড়িতে আনা হতো— (অনুধাবন)
i. গরুর গাড়িতে
ii. পালকিতে

- iii. নৌকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৮৬. প্রাচীনকালে ধনী লোকেরা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত— (অনুধাবন)
i. হাতি
ii. ঘোড়া
iii. ঘোড়ার গাড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
৮৭. প্রাচীনকালে শিশুর জন্মের পূর্বে যেসব উপাচার পালন করা হতো— (অনুধাবন)
i. গর্ভাধান
ii. অনুপ্রাশন
iii. সীমস্তোন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ● i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তমালের ইলিশ ও শুঁটকি খুব প্রিয়। কিন্তু সে ডাল খায় না।
৮৮. তমালের না খাওয়া খাদ্যদ্রব্যটি পাওয়া যেত না কোন যুগে? (প্রয়োগ)
৩ মধ্যযুগ ● প্রাচীন যুগ ৪ আর্য যুগ ৫ মৌর্য যুগ
৮৯. তমালের প্রিয় খাবার, প্রিয় ছিল— (উচ্চতর দর্পতা)
i. পাল যুগের মানুষের
ii. মৌর্য যুগের
iii. গুপ্তযুগের মানুষের
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রী বাহরামের বয়স সত্তর বছর। তিনি বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করেন। এ বছর তার এক নাতি জন্ম নিলে জাতকর্ম, নামকরণ ও অনুপ্রাশন করার নির্দেশ দেন।
৯০. শ্রী বাহরামের বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন বাংলার কোন যুগের সামাজিক আচার? (প্রয়োগ)
● প্রাচীন ৩ মধ্য ৪ আধুনিক ৫ গুপ্ত
৯১. শ্রী বাহরামের নাতির জন্মের আনুষ্ঠানিকতা মূলত— (উচ্চতর দর্পতা)
i. লোকচার
ii. আনুষ্ঠানিকতা
iii. দশবিধ সংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ● i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii

➔ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৬

At a Glance

- প্রাচীন বাংলার বেশির ভাগ অধিবাসীরা— গ্রামে বাস করত।
- প্রাচীনকালে জমি মাপা হতো— নল দিয়ে।
- প্রাচীনকালের অর্থনীতি ছিল— কৃষি নির্ভর।
- প্রাচীন বাংলায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল— কুটিরশিল্প।
- প্রাচীনকাল হতেই বাংলায় তৈরি হতো— মসলিন কাপড়।
- বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে— নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।
- বাংলায় ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রচলিত ছিল— বিনিময় প্রথা।
- প্রাচীন বাংলায় মুদ্রার প্রচলন হয়— খ্রিস্টপূর্ব চারশতকের পূর্বে।
- প্রাচীন বাংলায়— তিন ধরনের ভূমি ব্যবস্থা ছিল।
- প্রাচীন বাংলায় প্রাচুর্য ছিল— শিল্প ও কৃষি দ্রব্যের।
- বঙ্গদেশের প্রধান উৎপাদিত ফসল ছিল— ধান।
- প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত সবচেয়ে কম মানের মুদ্রা ছিল— কড়ি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯২. প্রাচীন বাংলায় কত ধরনের ভূমি ছিল? (জ্ঞান)
 ৐ ২ ৐ ৫ ● ৩ ৐ ৪
৯৩. ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য উপযুক্ত জমিকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
 ৐ নল ৐ খিল ৐ বেত্র ● বাসতু
৯৪. উর্বর অঞ্চ পতিত জমিকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
 ● খিল ৐ নল ৐ বেত্র ৐ বাসতু
৯৫. প্রাচীন বাংলায় কী দিয়ে জমি মাপা হতো? (জ্ঞান)
 ● নল ৐ ফিতা ৐ রশি ৐ যন্ত্র
৯৬. প্রাচীন বাংলায় অর্থনীতির প্রধান উৎস কী? (জ্ঞান)
 ● কৃষি ৐ শিল্প
 ৐ বাণিজ্য ৐ চিনা মাটির শিল্প
৯৭. প্রাচীন বাংলায় প্রধান ফসল কী ছিল? (জ্ঞান)
 ● ধান ৐ গম ৐ পাট ৐ তুলা
৯৮. কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা সমৃদ্ধ থাকার কারণ কী? (অনুধাবন)
 ● কৃষির পরে কুটিরশিল্পই ছিল প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
 ৐ গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই গ্রামে তৈরি হতো
 ৐ কুটির শিল্পের পণ্যের অনেক কদর ছিল
 ৐ শহুরে লোকদের প্রয়োজনে কুটির শিল্প ভূমিকা রেখেছিল
৯৯. কুটিরশিল্পে বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এর কারণ তোমার কী মনে হয়? (উচ্চতর দর্শন)
 ৐ কুটিরশিল্পের ওপর সকল মানুষ নির্ভরশীল
 ● প্রয়োজনীয় সবকিছুই গ্রামে তৈরি হতো
 ৐ সর্বত্র কলকারখানা গড়ে উঠেছিল
 ৐ উৎপাদিত পণ্য ছিল রপ্তানিযোগ্য
১০০. প্রাচীনকালে বাংলা কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল? (জ্ঞান)
 ৐ কাগজ ৐ পাট ৐ চিনি ● বস্ত্র
১০১. মসলিন শাড়ি কেমন ছিল? (জ্ঞান)
 ● খুবই সূক্ষ্ম ও মসৃণ ৐ কারুকার্যময়
 ৐ আভিজাত্যময় ৐ খুবই বড়
১০২. কোনটির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলায় বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে? (জ্ঞান)
 ● শিল্প ৐ কৃষি ৐ ব্যবসা ৐ যোগাযোগ
১০৩. শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বাংলার বাণিজ্যও প্রসার লাভ করেছিল। এর প্রমাণ কোনটি? (অনুধাবন)
 ৐ বাংলায় কৃষিবেত্রের অভাব ছিল
 ৐ বহির্বাণিজ্যে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল
 ৐ বস্ত্র কৃষির অনেক প্রাচুর্য ছিল
 ● স্থল ও জলপথে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ—(উচ্চতর দর্শন)
 i. শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালিরা অঙ্গ ছিল
 ii. ধান, পাট, সরিষা ইত্যাদির জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল
 iii. বাংলার অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ● ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০৫. ফলবান বৃষ হচ্ছে— (অনুধাবন)
 i. আম
 ii. কাঁঠাল
 iii. সুপারি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১০৬. গৃহপালিত পশুর মধ্যে রয়েছে— (অনুধাবন)
 i. গরু
 ii. ছাগল
 iii. কুকুর
 নিচের কোনটি সঠিক?

১০৭. বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা বিখ্যাত থাকার কারণ— (অনুধাবন)
 i. কার্পাস, তুলা ও রেশমের তৈরি কাপড়ের জন্য
 ii. জামদানি কাপড়ের জন্য
 iii. বিখ্যাত মসলিন বাংলাতেই তৈরি হতো
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ● i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০৮. প্রাচীনকালে কাঠের শিল্পও উন্নত ছিল। সে সময় কাঠের দ্বারা তৈরি হতো— (প্রয়োগ)
 i. রথ
 ii. মন্দির
 iii. বাসনপত্র
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০৯. বস্ত্রের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— (অনুধাবন)
 i. সুতি ও রেশমি কাপড়
 ii. তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা
 iii. চিনি ও লবণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১০. বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত— (অনুধাবন)
 i. স্থলপথে
 ii. জলপথে
 iii. আকাশ পথে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১১১. সমুদ্র পথে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত— (অনুধাবন)
 i. সিংহলের সাথে
 ii. চম্পার সাথে
 iii. চীনের সাথে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১২. স্থলপথে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত— (অনুধাবন)
 i. চীন
 ii. নেপাল
 iii. তিব্বত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১৩. স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলার কারণে গড়ে উঠেছিল— (অনুধাবন)
 i. বড় বড় নগর
 ii. বাণিজ্য বন্দর
 iii. বড় বড় গ্রাম
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 শাহিন তার বাবার কাছে এক ধরনের শিল্পের কথা জানতে পারে যার জন্য তার গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়েছিল।
১১৪. অনুচ্ছেদে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
 ● কুটিরশিল্প ৐ বস্ত্র শিল্প ৐ পাট শিল্প ৐ চিনি শিল্প
১১৫. উক্ত শিল্পের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ— (উচ্চতর দর্শন)
 i. উৎপাদিত পণ্য বিদেশে সমাদৃত ছিল
 ii. স্থানীয় উপাদান সহজপ্রাপ্য ছিল
 iii. রাজাদের সহযোগিতা ছিল
 নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- আবির জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে জানতে পারল প্রাচীনকালে A নামের কাপড়ের খুবই সমাদর ছিল।
১১৬. অনুচ্ছেদে A দ্বারা কোন কাপড়কে নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
- মসলিন ৩ জামদানি ৩ রেশমি ৩ পট্টোঁর্ন
১১৭. উক্ত কাপড়— (উচ্চতর দরভা)
- i. খুব সূক্ষ্ম ছিল
ii. সাদা বর্ণের ছিল
iii. ২০ গজ একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ● i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii

➔ শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৮



- ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন হলো— স্তূপ।
- বিহারের রূ পের পরিবর্তন হয়— পাল যুগে।
- প্রাচীন বাংলা স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— পাহাড়পুর বিহার।
- পাহাড়পুর বিহার নির্মাণ করেন— রাজা ধর্মপাল।
- অতি সম্প্রতি প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যার নাম— উয়ারী-বটেশ্বর।
- ব্রিটিশ শাসনামলে নির্মিত অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন মন্দির ও মসজিদ হলো— বিক্রমপুরের ঐতিহ্য।
- বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় মেলে— পাহাড়পুর মন্দিরের গায়ে খোদিত পাখর ও পোড়ামাটির ফলক হতে।
- রাম-নারায়ণ ও কৃষ্ণলীলার অনেক কথা খোদিত আছে— পাহাড়পুর বিহারে।
- পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে— লালমাই পাহাড়ে।
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেঞ্চে অরণীয়— পাল যুগ।
- বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধধর্ম প্রচারক হলেন— অতীশ দীপংকর।
- বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— ‘অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ পুঁথি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৮. ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাং কোন দেশের ভ্রমণকারী ছিলেন? (জ্ঞান)
- ৩ জাপানের ● চীনের ৩ জার্মানির ৩ ইতালির
১১৯. ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন কী ছিল? (জ্ঞান)
- স্তূপ ৩ মন্দির ৩ বিহার ৩ চর্যাপদ
১২০. বাংলার স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন বৌদ্ধ স্তূপ। এই স্তূপ কীসের ওপর তৈরি করা হতো? (উচ্চতর দরভা)
- বৌদ্ধদের দেহাবশেষের ওপর
৩ বৌদ্ধদের বাসস্থানের ওপর
৩ বৌদ্ধদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ওপর
৩ বৌদ্ধদের পুরাতন মন্দিরের ওপর
১২১. কোন ধর্ম যেখানেই প্রসার লাভ করেছে সেখানেই ছোট বড় স্তূপ নির্মিত হয়েছে? (জ্ঞান)
- বৌদ্ধ ৩ হিন্দু ৩ জৈন ৩ শিখ
১২২. মৃদুল চক্রবর্তী বিহারের রূ পের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি কোন যুগ সম্পর্কে আলোচনা করছেন? (প্রয়োগ)
- ৩ মৌর্য ● পাল ৩ বদ্রিয় ৩ সেন
১২৩. কত শতকে ধর্মপাল পাহাড়পুরে প্রকাণ্ড বিহার নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
- ৩ পঞ্চম ৩ ষষ্ঠ ৩ সপ্তম ● অষ্টম
১২৪. সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
- পাহাড়পুরে ৩ ময়নামতিতে
৩ দিনাজপুরে ৩ বগুড়ায়
১২৫. রাজা ধর্মপাল কয়টি বিহার নির্মাণ করেছিলেন? (জ্ঞান)
- ৩ ২ ● ৩ ৩ ৪ ৩ ৫
১২৬. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
- ৩ দিনাজপুর ● কুমিল্লা ৩ বগুড়া ৩ রাজশাহী

১২৭. বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে কোন মন্দির এক অমর সৃষ্টি? (জ্ঞান)
- পাহাড়পুরের মন্দির ৩ ময়নামতির মন্দির
৩ চট্টগ্রামের মন্দির ৩ বারাকরের মন্দির
১২৮. কোন জেলায় প্রস্তর নির্মিত মন্দির পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- দিনাজপুর ৩ বগুড়া
৩ কুমিল্লা ৩ চট্টগ্রাম
১২৯. কোথায় ব্রোঞ্জের তৈরি মন্দির পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- ৩ দিনাজপুর ● চট্টগ্রাম ৩ রাজশাহী ৩ খুলনা
১৩০. অতি সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে কত বছরের পুরাতন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- ৩ প্রায় ২২০০ ৩ প্রায় ২৩০০ ৩ প্রায় ২৪০০ ● প্রায় ২৫০০
১৩১. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরী ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
- ৩ বানগড় ৩ কেওয়ারি
৩ পাহাড়পুর ● উয়ারী-বটেশ্বর
১৩২. আড়াই হাজার বছরের আগের পুঁথি তৈরির কারখানা কোথায় আবিষ্কৃত হয়? (অনুধাবন)
- ৩ পাহাড়পুরে ৩ সোনারগাঁওয়ে
● উয়ারী-বটেশ্বরে ৩ ময়নামতিতে
১৩৩. পাহাড়পুরের ভাস্কর্য শিল্পকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
- ৩ ২ ● ৩ ৩ ৪ ৩ ৫
১৩৪. গৌড়ের রাজধানী কোনটি? (জ্ঞান)
- কর্ণসুবর্ণ ৩ দিলির
৩ কলকাতা ৩ নয়াদিলির
১৩৫. কোন যুগের পূর্বকার কোনো চিত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি? (জ্ঞান)
- ৩ মোগল আমল ৩ সেন যুগ ● পাল যুগ ৩ মৌর্য যুগ
১৩৬. ‘অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ পুঁথি কোন রাজার রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? (জ্ঞান)
- ৩ নরপাল ৩ ধর্মপাল ৩ গৌতম পাল ● রামপাল
১৩৭. প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেঞ্চে কোন যুগ অরণীয়? (জ্ঞান)
- পাল ৩ সেন ৩ মৌর্য ৩ মোগল
১৩৮. কোন সময়ের শিল্পকলাকে পাল যুগের শিল্পকলা বলা হয়? (জ্ঞান)
- নবম থেকে দ্বাদশ শতক ৩ অষ্টম থেকে নবম শতক
৩ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক ৩ নবম থেকে একাদশ শতক
১৩৯. কীভাবে পালযুগে দেব-দেবীর মূর্তিগুলো নির্মিত হয়েছিল? (অনুধাবন)
- ৩ সামাজিক অনুশাসন অনুসারে ৩ অর্থনৈতিক অনুশাসন অনুসারে
● শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে ৩ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে

বহুপদী সমাশ্লিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪০. প্রাচীন বাংলাদেশের নানা স্থানে পাওয়া নিদর্শনগুলো হচ্ছে— (অনুধাবন)
- i. স্থাপত্য
ii. ভাস্কর্য
iii. চিত্রশিল্প
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৪১. ব্রোঞ্জের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে— (অনুধাবন)
- i. পাহাড়পুরে
ii. ঝাওয়ারিতে
iii. ময়নামতিতে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
১৪২. স্তূপ যে ধরনের উপাদানে তৈরি হয় তা হলো— (অনুধাবন)
- i. বোজ
ii. অক্কাথাতু
iii. ইট
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৪৩. উপমহাদেশের ইতিহাসে পাহাড়পুরের মন্দিরের গুরুত্ব অপরিমিত যে কারণে— (উচ্চতর দরভা)

- i. কারবকার্যের আধিক্য
ii. স্থাপত্য শিল্পের গভীর প্রভাব
iii. বার্মা ও জাভার বহু প্রাচীন মন্দিরের অনুকরণে তৈরি
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 (উচ্চতর দৰতা)
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
- ১৪৪. পাহাড়পুরে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য পরিলব্ধ হয় তা হলো—**
 (উচ্চতর দৰতা)
 i. পোড়া মাটির ফলক
ii. মন্দির গায়ে খোদিত পাথর
iii. শিল্প কৌশল
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
- ১৪৫. পাল যুগের চিত্রে যে বিষয়টি পাওয়া যায়—**
 (প্রয়োগ)
 i. রেখা বিন্যাস
ii. শিল্প কৌশল
iii. বর্ণ সমাবেশ
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
- ১৪৬. চিত্রাঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল—**
 (উচ্চতর দৰতা)
 i. বৌদ্ধবিহার সৌন্দর্যময় করার জন্য
ii. মন্দিরের দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য
iii. বিহারের সৌন্দর্যের জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**
 বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী অমিত একজন ভাস্কর শিল্পী। সে তার কাজে প্রাচীন যুগের ভাবধারা অনুসরণ করে।
- ১৪৭. অমিতের ধর্মের সাথে প্রাচীন যুগের কোন স্থাপত্য জড়িত?** (প্রয়োগ)
 ❶ স্তূপ ❷ মূর্তি ❸ দালান ❹ মন্দির
- ১৪৮. প্রাচীন বাংলায় অমিতের শিল্পচর্চা ছিল—** (উচ্চতর দৰতা)
 i. ধর্মের প্রভাব
ii. বিদ্যাচর্চার প্রভাব
iii. খেলার প্রভাব
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
 জামি তার বাবা মায়ের সাথে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে সে প্রাচীনতম ছাপাক্ষিত রোপ্যমুদ্রা, হরেক রকমের পুঁতি, সুদর্শন লকেট ও মস্ত্রপুত কবচ, বাটখারা, পোড়ামাটির ও ধাতব শিল্পবস্তু দেখতে পেয়ে অভিভূত হয়।
- ১৪৯. জামির দেখা আবিষ্কৃত বস্তুগুলো কত বছর পূর্বের?** (প্রয়োগ)
 ❶ প্রায় দেড় হাজার ❷ প্রায় দুই হাজার
❸ প্রায় আড়াই হাজার ❹ প্রায় তিন হাজার
- ১৫০. জামির দেখা বস্তুগুলো পরিচয় বহন করে—** (উচ্চতর দৰতা)
 i. শিল্পীর দৰতা
ii. উন্নত শিল্পবোধ
iii. দর্শনের পরিচয়
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : উদ্ভব ও বিকাশ

→ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫০

- প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের ভাষা ছিল— বিভিন্ন।
- বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল— অস্ট্রিক।
- নতুন যে ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাংলায় প্রবেশ করে তারা হলো— আর্য।
- অস্ট্রিক গোষ্ঠি ছাড়াও বাংলায় বসবাস শুরব করে— দ্রাবিড় গোষ্ঠির বিভিন্ন শাখার লোক।

At a Glance

- আর্য ভাষার নাম— প্রাচীন বৈদিক ভাষা।
- অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়— অষ্টম ও নবম শতকে।
- বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো— চর্যাপদ।
- বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের আবিষ্কারক— ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হতে— চর্যাপদের মূল্য অপরিসীম।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ হলো— অষ্টম শতক হতে বারো শতক পর্যন্ত।
- সংস্কারকৃত বৈদিক ভাষাকে পরবর্তীতে বলা হয়— সংস্কৃত ভাষা হিসেবে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১৫১. বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত কোন জাতির মানুষ ছিলেন?** (জ্ঞান)
 ❶ অস্ট্রো এশিয়াটিক ❷ দ্রাবিড়
❸ কীরাত ❹ ভোট চীনা
- ১৫২. 'নিষাদ বা নাগ' বলা হতো কোন জাতির মানুষকে?** (জ্ঞান)
 ❶ কীরাত ❷ দ্রাবিড় ❸ অস্ট্রিক ❹ ভোট চীনা
- ১৫৩. কোন জাতির প্রধান বাসভূমি এখন দাৰিণাত্যে?** (প্রয়োগ)
 ❶ কীরাত ❷ অস্ট্রিক ❸ দ্রাবিড় ❹ সাঁওতাল
- ১৫৪. দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাসভূমি বর্তমানে কোন অঞ্চলে?** (জ্ঞান)
 ❶ পশ্চিমবঙ্গে ❷ আসামে ❸ দাৰিণাত্যে ❹ কর্ণাটকে
- ১৫৫. রনি চাকমা, গারো, টিপরা প্রভৃতি উপজাতি নিয়ে আলোচনা করে। এদের সম্পর্কে সে কী জানবে?** (প্রয়োগ)
 ❶ অস্ট্রিক গোষ্ঠী ❷ কীরাত জাতি
❸ সাঁওতাল ❹ খ্রিষ্টান
- ১৫৬. পরবর্তীকালে আর্যদের প্রাচীন বৈদিক ভাষার নাম সংস্কৃত ভাষা করা হয় কেন?** (অনুধাবন)
 ❶ আর্যরা চলে যায় বলে ❷ এই ভাষা কঠিন ছিল বলে
❸ আর্য ভাষা গ্রহণ করে বলে ❹ এ ভাষাকে সংস্কার করা হয় বলে
- ১৫৭. আদিম অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে আর্য ভাষা গ্রহণ করে কেন?** (অনুধাবন)
 ❶ আর্যভাষা সহজ বলে ❷ দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের জন্য
❸ আর্যভাষা সুন্দর বলে ❹ নিজেদের ভাষা কঠিন বলে
- ১৫৮. কোন ভাষা হতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়?** (জ্ঞান)
 ❶ সংস্কৃত ❷ বৈদিক ❸ অপভ্রংশ ❹ বাংলা
- ১৫৯. কোন ভাষা হতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়?** (জ্ঞান)
 ❶ সংস্কৃত ❷ বৈদিক ❸ প্রাকৃত ❹ বাংলা
- ১৬০. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে?** (জ্ঞান)
 ❶ পালি ❷ প্রাকৃত ❸ সংস্কৃত ❹ অপভ্রংশ
- ১৬১. কত শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়?** (জ্ঞান)
 ❶ অষ্টম ❷ পঞ্চম ❸ সপ্তম ❹ নবম
- ১৬২. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী?** (জ্ঞান)
 ❶ সদুক্তি কর্ণামৃত ❷ চর্যাপদ
❸ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ❹ শূন্যপুরাণ
- ১৬৩. বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ সংগ্রহ করেন কে?** (জ্ঞান)
 ❶ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর ❷ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
❸ লক্ষণ সেন ❹ রাজা ধর্মপাল
- ১৬৪. বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সংগৃহীত হয় কোথা হতে?** (জ্ঞান)
 ❶ নেপাল ❷ ভুটান ❸ ইরান ❹ ইরাক
- ১৬৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কোনটি?** (জ্ঞান)
 ❶ আট হতে বারো শতক পর্যন্ত ❷ সাত হতে এগারো শতক পর্যন্ত
❸ আট হতে এগারো শতক পর্যন্ত ❹ ছয় হতে দশ শতক পর্যন্ত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১৬৬. বাংলায় সহজিয়া গান, বাউল গান ও বৈষ্ণব পদাবলির উদ্ভব হয় যেভাবে—** (অনুধাবন)
 i. বাংলা সাহিত্যের জন্মের মাধ্যমে
ii. চর্যাপদের মাধ্যমে
iii. অপভ্রংশের মাধ্যমে
- নিচের কোনটি সঠিক?**
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii

১৬৭. পূর্ব ও উত্তর বাংলায় বহু পূর্বকাল হতে নানা সময়ে যেসব জাতি এসেছিল— (অনুধাবন)
- দ্রাবিড়
 - মঙ্গোলীয়
 - অস্ট্রো-এশিয়াটিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কৃষ্ণ > কাহ্ন > কানু > কানাই

১৬৮. অনুচ্ছেদে কোন ভাষা সৃষ্টির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
- বাংলা Ⓐ আর্য Ⓑ বৈদিক Ⓒ সংস্কৃত
১৬৯. উক্ত ভাষার সৃষ্টি— (উচ্চতর দরতা)
- অষ্টম বা নবম শতকে
 - অপভ্রংশ হতে
 - প্রাকৃত হতে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii Ⓒ i, ii ও iii

➔ প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫১

At a Glance

- বর্ম ও সেন রাজা-মহারাজারা প্রায় সকলেই বিশ্বাসী ছিলেন— ব্রাহ্মণ ধর্মে।
- পৌরানিক পূজা পার্বণের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ হতে যে সকল ধর্মের উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে অন্যতম— বৈষ্ণব ধর্ম।
- ‘নিগ্রহন্ত’ নামে পরিচিত ছিল— জৈন ধর্মের লোকেরা।
- বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল— পাল বংশের আগমনে।
- সোমপুর বিহারে বাস করতেন— মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র।
- শালবন বিহার নির্মাণ করেন— শ্রীভবদেব।
- বাংলায় বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়েছিল— সহজিয়া ধর্মরূপে।
- জৈন ধর্মের প্রবর্তক— বর্ধমান মহাবীর।
- বৌদ্ধ ধর্মের চূড়ান্ত পতন হয়— তুর্কি আক্রমণের ফলে।
- প্রাচীন বাংলায় পরধর্ম বিধোষা ছিলেন— শশাংক।
- বাঙালি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল— পরধর্মসহিষ্ণু।
- কৌমের লোকদের নিকট ঐক্যের প্রতীক ছিল— ধ্বজ পূজা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭০. কৌমের লোকদের নিকট ঐক্যের প্রতীক ছিল কোন পূজা? (জ্ঞান)
- ধ্বজ পূজা Ⓐ মনসা পূজা Ⓑ কালী পূজা Ⓒ দুর্গা পূজা
১৭১. আর্য রাজাদের জমি দানের উদ্দেশ্যে কী ছিল? (অনুধাবন)
- Ⓐ স্বর্গ লাভ ● পুণ্য অর্জন Ⓑ শক্তি অর্জন Ⓒ জনপ্রিয়তা
১৭২. পাল শাসনের আমলে কোন ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট ছিল? (জ্ঞান)
- Ⓐ বৌদ্ধ Ⓑ হিন্দু ● বৈদিক Ⓒ পৌরানিক
১৭৩. কোন আমলে নতুন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটে? (জ্ঞান)
- গুপ্ত Ⓐ পাল Ⓑ তাম্র Ⓒ সেন
১৭৪. কবর সময় হতে রাজকীয় শাসনের শুরুর দিকে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়? (জ্ঞান)
- Ⓐ ধর্মপাল Ⓑ শশাংক ● লক্ষণ সেন Ⓒ ভাস্কর বর্মা
১৭৫. প্রাচীন বাংলায় কোন পূজা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল? (জ্ঞান)
- সূর্য ও শক্তি Ⓐ দেব-দেবী Ⓑ গাছপালা Ⓒ মূর্তি
১৭৬. জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর রাঢ় দেশে আগমন করেছিলেন কত শতকে? (জ্ঞান)
- Ⓐ পঞ্চম ● ষষ্ঠ Ⓑ সপ্তম Ⓒ অষ্টম
১৭৭. সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে কোন বজ্রো জৈন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল? (জ্ঞান)
- উত্তর Ⓐ পশ্চিম Ⓑ দক্ষিণ Ⓒ পূর্ব
১৭৮. প্রাচীন বাংলার ধর্ম জগতে কোন ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ইসলাম Ⓑ হিন্দু ● বৌদ্ধ Ⓒ জৈন
১৭৯. কার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় বেশি প্রসার লাভ করে? (জ্ঞান)

- Ⓐ শশাংক Ⓑ কংস Ⓒ গৌতম ● অশোক
১৮০. পাল রাজারা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ বৈদিক Ⓑ জৈন Ⓒ বৈষ্ণব ● বৌদ্ধ
১৮১. কত শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জয়জয়কার ছিল? (জ্ঞান)
- Ⓐ সপ্তম-অষ্টম Ⓑ পঞ্চম-সপ্তম
- Ⓒ চতুর্থ-পঞ্চম ● অষ্টম-একাদশ
১৮২. বিহার নির্মাণের কারণ কী ছিল? (অনুধাবন)
- Ⓐ বৌদ্ধ রাজাদের বসবাস
- Ⓑ হিন্দু রাজাদের প্রশিষণ প্রদান
- বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাস ও বিদ্যাচর্চা
- Ⓒ হিন্দু রাজাদের বসবাস
১৮৩. মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র কোন বিহারে বাস করতেন? (জ্ঞান)
- সোমপুর Ⓐ বিক্রমশীল
- Ⓒ শালবন Ⓓ ওদন্তপুর
১৮৪. বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুরা কীভাবে ধর্ম প্রচার করতেন? (অনুধাবন)
- বিহার ও সংঘরাম তৈরি করে Ⓐ মানুষকে ভয় দেখিয়ে
- Ⓒ প্রাচীন নিদর্শনের মাধ্যমে Ⓓ বিহারের মাধ্যমে
১৮৫. কোন যুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়? (জ্ঞান)
- সেন Ⓐ মোগল
- Ⓒ পাল Ⓓ গুপ্ত
১৮৬. দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বৌদ্ধ সংঘ বিতাড়িত হয়ে নেপাল ও তিব্বতে গমন করে কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ ধর্ম প্রচারের জন্য ● আত্মরক্ষার জন্য
- Ⓒ শিবার জন্য Ⓓ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৭. স্থানীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাবের ফলে আর্যধর্মে যে বিষয়টি দেখা যায়— (অনুধাবন)
- বিবর্তন
 - কলহ
 - ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে জটিলতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓑ ii ও iii Ⓒ i, ii ও iii
১৮৮. প্রাচীন বাংলায় প্রভাব ছিল— (অনুধাবন)
- বৈদিক ধর্মের
 - বৌদ্ধ ধর্মের
 - জৈন ধর্মের
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৯ ও ১৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- অনিল কমলাপুরে বৌদ্ধ বিহার দেখতে যায়। সে এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়।
১৮৯. অনীলের দেখা নিদর্শন কোন যুগে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ছিল? (প্রয়োগ)
- Ⓐ আর্য ● প্রাচীন Ⓒ মধ্য Ⓓ বৈদিক
১৯০. অনীলের দেখা নিদর্শন ছড়িয়ে ছিল— (উচ্চতর দরতা)
- বাংলায়
 - ত্রিপুরায়
 - ঝুলিয়ায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

➔ প্রাচীন বাংলার আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতিনীতি

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৪

At a Glance

- বিজয়া দশমীর দিন একপ্রকার নৃত্যগীতের আয়োজন করা হতো যার নাম— শাবোরৎসব।
- প্রাচীন বাংলার প্রধান উৎসব ছিল— হোলি।
- সুখরাত্রির পালিত হতো— কার্তিক মাসে।
- বাংলার হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রবল প্রভাব ছিল— ধর্মশাস্ত্রে।

- প্রাচীনকালে সুখ্যাতি ছিল— বাঙালি মেয়েদের।
- প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল— সহমরণ প্রথা।
- উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলবে প্রচুর উৎসব হতো— বরেন্দ্রে।
- প্রাচীনকালে বাদ্যসহকারে প্রচলিত ছিল— অশরীর গানের রীতি।
- কার্তিক মাসের শুরুর প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হয়— দ্যুত প্রতিপদ নামে এক বিশেষ উৎসব।
- প্রাচীন বাংলার পুরবধরা ছিল— উদ্ভত ও বিবাদপ্রিয়।
- প্রাচীন বাংলার নারীদের কোনো বিধানগত অধিকার ছিল না— ধনসম্পত্তিতে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯১. দুর্গার অর্চনা উপলবে বিপুল উৎসব হতো কোথায়? (জ্ঞান)
 ● বরেন্দ্রে ③ হিমাচলে ④ পাহাড়পুর ⑤ ঢাকায়
১৯২. বিজয়া দশমীর দিন কোন উৎসব পালন করা হতো? (জ্ঞান)
 ● শাবোরৎসব ③ নবান্ন উৎসব
 ④ কাম-মহোৎসব ⑤ উমা মহোৎসব
১৯৩. প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান উৎসব ছিল কোনটি? (প্রয়োগ)
 ③ জনাফুমী ● হোলি
 ④ আকাশপ্রদীপ ⑤ দশহরা
১৯৪. সুখরাত্রিভূত কোন মাসে পালিত হতো? (জ্ঞান)
 ③ চৈত্র ● কার্তিক ④ অগ্রহায়ণ ⑤ বৈশাখ
১৯৫. প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে একটি শাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। এখানে শাস্ত্র বলতে কী বুঝবে? (প্রয়োগ)

- ধর্মশাস্ত্র ③ গীতশাস্ত্র
 - ④ লোকশাস্ত্র ⑤ কাব্যশাস্ত্র
১৯৬. বহু বিবাহ প্রথা কাদের জন্য প্রচলিত ছিল? (জ্ঞান)
 ③ নারী ● পুরবধ ④ বিধবা ⑤ বিপত্নীক
১৯৭. কৃষ্ণসাধন কাদের করতে হতো? (জ্ঞান)
 ③ নারী ④ পুরবধ ● বিধবা ⑤ বিপত্নীক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৮ ও ১৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- প্রাচীন যুগের বাংলার ইতিহাস পড়ছিল সুমন। সে সময়ে পুরবধদের সামাজিক অবস্থায় সে বিব্রত হয়।
১৯৮. সুমন প্রাচীন যুগের কোন তথ্যে বিব্রত হতে পারে বলে ভূমি মনে কর? (প্রয়োগ)
 ● পুরবধদের কোনো সুনাম ছিল না ③ সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল
 ④ শিবার ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল ⑤ ধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল
১৯৯. সুমন জানবে বাঙালি মেয়েদের— (উচ্চতর দরতা)
 i. সুখ্যাতি ছিল
 ii. পর্দাপ্রথা ছিল
 iii. লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাষ্যকর্ষ

শিশু কাকন স্কুলের শিবাখীরা সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রাচীন পুরাকীর্তি দেখার জন্য নদীর তীরে অবস্থিত কুসুমপুরে শিবা সফরে যায়। ওখানে শিবাখীরা দুর্গ প্রাচীর, পাকা রাস্তাসহ ইট নির্মিত স্থাপত্য কীর্তি দেখতে পায়। এছাড়া পুঁতির কারখানা, রৌপ্য মুদ্রা, সুদর্শন লকেট, মস্ত্রপুত কবচ, বাটখারাও দেখে। প্রাচীনকালে কুসুমপুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র।

[স. বো. '১৬]

?

- ক. সোমপুর বিহার কে নির্মাণ করেন? ১
- খ. চর্যাপদের বিবরণ দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থানটি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি”—উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ধর্মপাল সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন।
- খ. বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল হতে সংগৃহীত চারটি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিতে। এগুলো ‘চর্যাপদ’ নামে পরিচিত। এখন পর্যন্ত মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে। এ চর্যাপদগুলোর মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়। পরবর্তী যুগে বাংলায় সহজিয়া গান, বাউল গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে এ চর্যাপদগুলোর মূল্য অপরিসীম।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থান উয়ারী-বটেশ্বরকে নির্দেশ করে। অতি সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক নগরসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নরসিংদী জেলার বেলাব, শিবপুর ও রায়পুরা

উপজেলায় অবস্থিত প্রত্ন-অঞ্চলটির ৫০টি প্রত্নস্থান থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথর ও প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম-কাঠের হাতিয়ার, তাম্র-প্রস্তর, সংস্কৃতির গর্ত-বসতি প্রভৃতি প্রত্নবস্তু। ইতোমধ্যে এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা, পাকা রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তাসহ ইটনির্মিত স্থাপত্যকীর্তি। উদ্দীপকে তা উল্লিখিত হয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বরে বিকশিত হয়েছিল স্বল্প-মূল্যবান পাথরের নয়নাভিরাম পুঁতি তৈরির কারখানা। এখানে আবিষ্কৃত উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাজকিত রৌপ্যমুদ্রা ও মুদ্রা ভাঙুর, অনন্য স্থাপত্যকীর্তি, হরেকরকমের পুঁতি, সুদর্শন লকেট ও মস্ত্রপুত কবচ, বাটখারা, পোড়ামাটির ও ধাতব শিল্পবস্তু, মৃৎপাত্র, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিল্পীর দরতা, উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের পরিচয় বহন করে। উদ্দীপকে এসব প্রত্ন নিদর্শনই উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের নিদর্শন তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদানভুক্ত। যেমন : মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীবা-নিরীবা এবং বিশেষজ্ঞের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা সম্ভব প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে। উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা যায় সিন্ধু সভ্যতা, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের কথা। নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন, উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। ঐ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে আড়াই হাজার বছর পূর্বেও নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। সুতরাং আলোচনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

প্রাচীন যুগের পোশাক ও সাজসজ্জা এবং খাদ্যদ্রব্য

নীপা তার বাম্ববীর বিয়েতে গ্রামে গেল। সে বিয়েতে গিয়ে দেখতে পেল সেখানকার নারী ও পুরুষ উভয়েই সুন্দর গহনা পরেছে। মহিলারা পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম, গলায় হার ও আঙুলে আংটি দিয়ে সেজেছে। বিয়েতে খাবার হিসেবে পরিবেশিত হয় ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দই, বীর ও মিষ্টি। খাবার পর মসলাযুক্ত পানও দেওয়া হয়। [স. বো. '১৫]

- ক. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক ও সাজসজ্জার সাথে বাংলার কোন যুগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “নীপার বাম্ববীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত”— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন বুদ্ধদেব।
খ আর্য সমাজের প্রভাবে প্রাচীন আমলেই বাংলার হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু হয়। প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এ চার প্রকার বর্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার সজ্জর অর্থাৎ মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা—এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন। বত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচু শ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক ও সাজসজ্জার সাথে বাংলার প্রাচীন যুগের মিল রয়েছে। প্রাচীন বাংলার নর-নারীরা যথাক্রমে ধূতি ও শাড়ি পরিধান করত। পুরুষেরা মালকোচা দিয়ে ধূতি পরত এবং তা হাঁটুর নিচে নামত না। মেয়েদের শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত। মাঝে মাঝে পুরুষেরা গায়ে চাদর, আর মেয়েরা পড়ত ওড়না। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। তারা কানে কুন্ডল, গলায় হার, আঙুলে আংটি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করত। উদ্দীপকে নীপার বাম্ববীর বিয়েতেও নারী ও পুরুষ উভয়ে সুন্দর গহনা পরেছে। আবার প্রাচীন বাংলায় মেয়েরাই কেবল হাতে শঙ্খের বালা পরত এবং অনেকগুলো চুড়ি পড়তে ভালোবাসত। মণি-মুক্তা ও দামী সোনা-রূপার অলংকার ধনীরা ব্যবহার করত। মেয়েরা নানাপ্রকার খোপা বাঁধত। পুরুষদের বাবড়ি চুল কাঁধের উপর ঝুলে থাকত। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীর সাথে বিভিন্ন সুগন্ধির ব্যবহার তখন খুব প্রচলিত ছিল। মেয়েদের সাজসজ্জায় আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল, যা উদ্দীপকে নীপার বাম্ববীর বিয়েতে মহিলাদের সাজসজ্জায় দেখা যায়। সুতরাং, উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক ও সাজসজ্জার সাথে বাংলার প্রাচীন যুগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ নীপার বাম্ববীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। বাঙালির প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মতো সেই প্রাচীনকালেও ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, বীর ইত্যাদি। চাউল হতে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেতেন। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাকরবল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। তবে ডালের কথা কোথাও বলা নেই। দুধ, নারকেলের পানি, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ জাতীয় নানা প্রকার পানীয় সুপ্রচলিত

ছিল। ভাত, গম, ইক্ষু, গুড়, মধু ও তালরস গাঁজাইয়া নানা প্রকার মদ তৈরি হতো। মদ জাতীয় নানা প্রকারের পানীয় পান করা হতো। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীপার বাম্ববীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার নতুন বা বিশেষ কিছু নয় বরং আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন- ৩

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন (খাদ্য)

শিহাব তার কাম্বুর বাড়ি রাজশাহীতে বেড়াতে যায়। দুপুর বেলায় বাসযোগে সে তার কাম্বুর বাড়ি পৌঁছেলে কাম্বুর রবন্মান তাকে বাগার, কোমল পানীয়, হটডগ, ভেজিটেবল রোল ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করে। রাতের খাবারে শিহাবের জন্য সবজি, মাছ, শুঁটকি ও দধির ব্যবস্থা করা হয়। রবন্মানের মা ও বোন রাত জেগে শিহাবের জন্য নানা রকমের পিঠাপুলি তৈরি করেন। প্রতিবেলা খাবারের পর শিহাবকে মসলাযুক্ত পান প্রদান করা হয়। [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক. সোমপুর বিহার কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
খ. প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয়াংশের খাবারগুলো বাংলার কোন যুগের ইজিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘উদ্দীপকে উল্লিখিত খাবারগুলো উক্ত যুগের খাবার-দাবারের আংশিক প্রতিফলন’— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মপাল সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

খ প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। খাল-বিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করত। মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো সাঁকো দিয়ে। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। তাদের স্ত্রী-পরিজনরা নৌকা ও পালকিতে একস্থান হতে অন্যস্থানে আসা-যাওয়া করত। বিবাহের পর নববধূকে গরুর গাড়িতে বা পালকিতে করে শশুর বাড়ি আনা হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয়াংশের খাবারগুলো বাংলার প্রাচীন যুগের ইজিত বহন করে। প্রাচীন বাংলায় বাঙালির প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মতো তখনো ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, বীর ইত্যাদি। উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে শিহাবের রাতের খাবারেও ছিল সবজি, মাছ, শুঁটকি ও দধি। এছাড়া তার জন্য পিঠাপুলির ব্যবস্থা করা হয়। প্রাচীন বাংলাতে চাল হতে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল। উদ্দীপকের শিহাবকেও প্রতিবেলা খাবারের পর মসলাযুক্ত পান প্রদান করা হয়। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয়াংশের খাবারগুলো বাংলার প্রাচীন যুগের ইজিত বহন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত খাবারগুলো উক্ত যুগের বা প্রাচীন যুগের খাবার-দাবারের আংশিক প্রতিফলন। উদ্দীপকে শিহাব তার কাম্বুর বাড়ি রাজশাহীতে দুপুর বেলায় পৌঁছে বাগার, কোমল পানীয়, হটডগ, ভেজিটেবল রোল ইত্যাদি খাবার খায়। উদ্দীপকের প্রথমার্শে উল্লিখিত এ খাবারগুলো প্রাচীনযুগে মোটেও পাওয়া যেত না। বরং এগুলো হচ্ছে আমাদের আধুনিক নগর জীবনের ‘ফাস্ট ফুড’। আবার উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে শিহাব তার কাম্বুর রবন্মানের বাড়িতে সবজি, মাছ, শুঁটকি, দধি, পিঠা এবং মসলাযুক্ত পান দ্বারা আপ্যায়িত হয়। এ খাবারগুলোর সাথে প্রাচীন যুগের খাবার-দাবারের মিল রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের

মানুষ আরও নানা ধরনের খাবার খেত। যেমন: ভাতের সাথে মাংস, দুধ, বীর ইত্যাদি। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, বিজা, কাঁকরোল, কচু ইত্যাদি খাওয়া হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। দুধ, নারকেলের পানি, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ জাতীয় নানা প্রকার পানীয় সুপ্রচলিত ছিল। ভাত, গম, ইক্ষু, গুড়, মধু ও তালরস গাঁজাইয়া নানা প্রকার মদ তৈরি হতো। মদ জাতীয় নানা প্রকারের পানীয় পান করা হতো। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত খাবারগুলো প্রাচীন যুগের খাবার-দাবারের আংশিক প্রতিফলন।

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

আর্য হিন্দু সমাজব্যবস্থা

মি. মাহবুব তার বন্ধু অধ্যাপক সৌমেন ভট্টাচার্যের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লব করল তাদের সমাজের এক শ্রেণির লোক পূজা করে, অন্য শ্রেণির লোকেরা যোদ্ধা, আর এক শ্রেণির লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। একজন মৎস্যজীবীর সাথে আলাপকালে মি. মাহবুব তাকে শিবির গুরবৎ সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করলে মৎস্যজীবী বললেন, তাদের লেখাপড়া করা নিষেধ।

[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]

- ক. পাহাড়পুর বিহারের পরিচিত নাম কী? ১
- খ. দ্রাবিড়দের পরিচয় দাও। ২
- গ. অধ্যাপক সৌমেনের সমাজব্যবস্থার সাথে কোন আমলের সমাজব্যবস্থার মিল লব করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত আমলে অধ্যাপক সৌমেন ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা অধিক ছিল বলে কি তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাহাড়পুর বিহারের পরিচিত নাম 'সোমপুর বিহার'।

খ. আর্যপূর্ব যুগে প্রাচীন বাংলায় অস্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার লোক বাস করত। তারা ছিল সুসভ্য জাতির মানুষ। তাদের প্রধান বাসভূমি এখন দাৰিণাত্যে। কিন্তু, এক সময় তারা সম্ভবত পশ্চিম-বাংলা ও মধ্য-বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ. অধ্যাপক সৌমেনের সমাজব্যবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার আর্য হিন্দু সমাজব্যবস্থার মিল লব করা যায়। আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল জাতিভেদ প্রথা। তারা দীর্ঘদিন ধরে এদেশে বসবাস করার ফলে বাংলায়ও এ ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার প্রকার বর্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা পার্বণ করা-এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। বত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচুশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। উদ্দীপকে মি. মাহবুব অধ্যাপক সৌমেনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অনুরূপ লব করেন যে, একশ্রেণির লোক পূজা করে, অন্য শ্রেণির লোকেরা যোদ্ধা। আর একশ্রেণির লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলায় আর্য যুগে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সুতরাং অধ্যাপক সৌমেনের সমাজব্যবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার আর্য হিন্দু সমাজব্যবস্থার মিল লব করা যায়।

ঘ. উক্ত আমলে তথা প্রাচীন বাংলায় অধ্যাপক সৌমেন ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা অধিক ছিল বলে আমি মনে করি। আর্যদের

আগমনে প্রভাবিত হয় প্রাচীন বাংলায় জাতিভেদ প্রথার প্রচলন। নির্দিষ্ট পেশার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ বর্ণ প্রথায় সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ব্রাহ্মণরা। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা তাদের নির্দিষ্ট কর্ম ছিল। পরবর্তীতে সেন যুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেক ভাগ হয়। কিন্তু তারাই ছিল সর্বোচ্চ বর্ণের এবং সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাদের অধ্যাপনার কাজটিও প্রাচীন বাংলায় কেবল তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। উদ্দীপকের অধ্যাপক সৌমেন ভট্টাচার্যও অধ্যাপনা করেন। আবার তখন অন্য কারও জন্য লেখাপড়া করাই নিষিদ্ধ ছিল। যেমন : উদ্দীপকে দেখা যায় একজন মৎস্যজীবী বলছেন, তাদের লেখাপড়া করা নিষেধ। সুতরাং তৎকালীন বাংলায় অন্য কোনো বর্ণের লোকেরা শিখিত ছিল না বিধায় সমাজে ব্রাহ্মণরা ছিল অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলায় হিন্দু সমাজে সৌমেন ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা অধিক ছিল।

প্রশ্ন- ৫ ▶▶

প্রাচীন বাংলার শিল্পকর্ম

রায়ান তার চাচার সাথে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার দেখতে যায়। বিহারের দেয়াল পোড়ামাটির ফলক দিয়ে সাজানো। চাচার কাছ থেকে সে জানতে পারে দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরও ঐ রকম টেরাকোটা দিয়ে সাজানো। বিহার সংলগ্ন জাদুঘরে সে বেশকিছু ধাতব ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তি দেখতে পায়। তার চাচা বলেন, প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

[বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. আর্যদের ভাষার নাম কী? ১
- খ. প্রাচীন বাংলার বিধবাদের অবস্থা কেমন ছিল? ২
- গ. রায়ানের দেখা বিহার, মন্দির ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার মানুষের কীসের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রায়ানের চাচার উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

খ. প্রাচীন বাংলার বিধবাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। বিধবা নারী জীবনের চরম অভিশাপ বলে বিবেচিত হতো। মুছে যেত কপালের সিঁদুর এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত প্রসাধন ও অলঙ্কার। বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাস বর্জন ও কৃষ্ণ সাধন করতে হতো। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। প্রাচীন বাংলায় ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোনো বিধিবিধানগত অধিকার ছিল না। তবে, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে পারত।

গ. রায়ানের দেখা বিহার, মন্দির ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার মানুষের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। রায়ান প্রথম পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক দেখে। দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরও ঐ রকম টেরাকোটা দিয়ে সাজানো। পালযুগে বিহারের রূপে পরিবর্তন এসেছিল এবং তা কারবর্কময় হতে শুরব করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিহারের দেয়ালের এই সজ্জা প্রাচীন বাংলার মানুষের শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে। প্রাক মধ্যযুগে নির্মিত ভাস্কর্যেও এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রায়ান জাদুঘরে প্রাচীন আমলের ধাতব ও প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্য দেখতে পায়। ভাস্কর্য শিল্প তখন বেশ উন্নত ছিল। অনেক স্থানে মন্দির ধ্বংস হলেও তার মধ্যকার দেবমূর্তি রবিত হয়েছে। রায়ানের দেখা পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে খোদিত পাথর

ও পোড়ামাটির ফলক থেকে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, পাহাড়পুরের বিহার, মন্দির ও ভাস্কর্য প্রাচীন বাংলার মানুষের শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে।

ঘ রায়ানের চাচার উক্তিটি যথার্থ। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে অথবা এর পূর্ব বর্ষ হতে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। প্রাচীন বাংলায় বহু মন্দির ছিল। তাই, ভাস্কর্য শিল্পকলাও যে উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন বৈদিক বা পরবর্তী হিন্দু ধর্মের এসব ভাস্কর্য নিদর্শনের প্রসার বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সাথে সাথে স্তিমিত হয়। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। এ যুগে পাহাড়পুরের মন্দির গাঙ্গে খোদিত পাথর ও পোড়ামাটির ফলক থেকে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ও শিল্প কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে পাহাড়পুরের ভাস্কর্য শিল্পকে লোকশিল্প, অভিজাত শিল্প ও দুয়ের মাঝামাঝি শিল্পের কৌশল-এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কিন্তু সবই ছিল ধর্মীয় ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত। কেননা মানুষের জীবনে ধর্মের ছিল ব্যাপক প্রভাব। কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষেও কিছু পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এসব মূর্তি কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং তৎকালীন সমাজ জীবন প্রমাণ করে ধর্মীয় প্রয়োজনে এগুলো নির্মিত হতো। তাই রায়ানের চাচার উক্তিটি যথার্থ যে, প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৬ ▶▶

প্রাচীন বাংলার জাতিভেদ প্রথা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা

শিবানী দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের একজন ছাত্রী। সে ব্রাহ্মণ পরিবারের। সে নিয়মিত পূজা পার্বণ করে। তাদের পাশের বাড়ির লোকজন শূদ্র বর্ণের। তাদের এলাকায় বিভিন্ন বর্ণের লোকজন বাস করে। শিবানী বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তার বিধবা ঠাকুরমার কাছে বিভিন্ন গল্প শোনে। শিবানীর ঠাকুরমা নিরামিষ খায় এবং সাধারণ জীবনযাপন করে। তিনি তার স্বামী কিংবা বাবার সম্পত্তি থেকে কিছু পাননি।

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. প্রাচীনকালে বাংলায় কয় প্রকার বর্ণ ছিল? | ১ |
| খ. কোম সমাজ বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. শিবানীর ঠাকুরমার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. শিবানীর এলাকার ব্রাহ্মণ, শূদ্রসহ বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা কি জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে? মতামত দাও। | ৪ |

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীনকালে বাংলায় চার প্রকার বর্ণ ছিল।

খ কোম সমাজ হলো এক ধরনের গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলায় এ ধরনের সমাজব্যবস্থা চালু ছিল। তখন বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। এ সময়ে মানুষের ধর্মচিন্তা পরবর্তী সময়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, যোগ সাধনা ইত্যাদি। কোম ব্যবস্থা পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল।

গ শিবানীর ঠাকুরমার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার বিধবা নারীর সামাজিক জীবনের দিকটি ফুটে উঠেছে। হিন্দু বিধবাদের নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাসিতা পরিহার করতে হতো। স্বামীর মৃত্যু হলে অনেক সময় সত্ৰীকেও মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। ধনসম্পত্তিতে নারীদের কোনো আইনগত অধিকার ছিল না। শিবানীর ঠাকুরমা নিরামিষ খায়, সাধারণ জীবনযাপন করে যা প্রাচীন বাংলার মেয়েদের সাধারণ জীবনব্যবস্থার ছবি। শিবানীর ঠাকুরমার গল্পে এ কথা নিশ্চয়ই জানা যায় যে, তখনকার মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। সে যুগে অবরোধ বা পর্দাপ্রথা ছিল না। তবে মেয়েদের কোনো প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। আর বিধবা হওয়া ছিল নারী জীবনের চরম অভিশাপ। যা উদ্দীপকের শিবানীর ঠাকুরমাকেও কিছুটা স্পর্শ করেছে। অতএব, দেখা যায় যে, শিবানীর ঠাকুরমার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার বিধবা নারীদের সাধারণ জীবনযাপন প্রণালির দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ শিবানীর এলাকায় বসবাসরত ব্রাহ্মণ, শূদ্রসহ বিভিন্ন বর্ণের মানুষ জাতিভেদ প্রথার প্রতিনিধিত্ব করে। শিবানীদের পরিবার ব্রাহ্মণ পরিবার। তারা নিয়মিত পূজা-পার্বণ করে। তারা শিষিত। তাদের প্রতিবেশী শূদ্র নিচু বর্ণের লোক বলে বলা হয়েছে। আর্য সমাজে বসবাসরত ব্রাহ্মণরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করত। এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কাজ। তারা সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন। শিবানীদের পরিবারও এমন ব্রাহ্মণ পরিবার। বত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচুশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও ছোটখাটো কাজ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো। উচ্চশ্রেণির বর ও নিম্নশ্রেণির কন্যার মধ্যে বিবাহ চালু ছিল। জাতিভেদ প্রথার এ চিত্রের প্রতিফলন শিবানীর সমাজে ফুটে উঠেছে। আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল জাতিভেদ প্রথা। তারা দীর্ঘদিন বাস করার ফলে বাংলায়ও এ ব্যবস্থা চালু হয়।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶

প্রাচীন আর্য-সমাজ

বিজয় চৌধুরীদের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণি রয়েছে। বিজয় তার দাদার কাছে গল্প শুনছে প্রাচীন বাংলায় সমাজে এসব শ্রেণির অনেক বিধিনিষেধ ছিল।

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| ক. আর্যদের ভাষার নাম কী ছিল? | ১ |
| খ. আর্যদের আগমনের পূর্বে কারা বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে? ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. বিজয় চৌধুরীর সমাজের সাথে প্রাচীন সমাজের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. বিজয়ের দাদার বক্তব্যটি কি সঠিক? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্যদের ভাষার নাম ছিল প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

খ আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষেরা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। এরপর বাংলার আদি অধিবাসীদের সাথে মিশে যায় আলপাইন নামে এক জাতি। আর্যরা এদেশে আসার আগে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

গ বিজয় চৌধুরীর সমাজের সাথে প্রাচীন যে সমাজের সামঞ্জস্য রয়েছে- সেটি হলো আর্য সমাজ। উদ্দীপকে বিজয় চৌধুরীদের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি বিদ্যমান। যেমন : ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি। তেমনি প্রাচীন বাংলার আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল জাতিভেদ প্রথা। প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-

এ চার প্রকার বর্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার অর্থাৎ মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। সমাজে সকল জাতির একটি নির্দিষ্ট পেশা ছিল।

ঘ উদ্দীপকে ইংগিতকৃত বিজয়ের দাদার বক্তব্যটি সঠিক। বিজয় তার দাদার কাছে গল্প শুনছে, প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিরাজমান বিধিনিষেধ সম্পর্কে। দাদার এ বক্তব্য মূলত আর্থ সমাজ সম্পর্কে। প্রাচীন বাংলার আর্থ সমাজের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন। বত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচুশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। এরাই ছিল সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো। তবে উচ্চশ্রেণির বর ও নিম্নশ্রেণির কন্যার মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হয়। এক জাতির সাথে অন্য জাতির পানি পান, আহার গ্রহণ নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিজয়ের দাদার বক্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি

সুধীর সাহেবের মেয়ের আজ গায়ে হলুদ। এ অনুষ্ঠান উপলব্ধে মেয়েরা শাড়ি, গয়না ও সিঁদুর পরে সেজেছে। পুরবয়েরা ধূতি ও পাঞ্জাবি পরেছে। বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়া ও মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. কোন ভাষা থেকে বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়? | ১ |
| খ. প্রাচীন বাংলার জনগণের খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল? | ২ |
| গ. সুধীর সাহেবের পালিত অনুষ্ঠানের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন সংস্কৃতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত সংস্কৃতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হতো- বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। প্রাচীন বাংলার মানুষের খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক আচার-আচরণ বর্তমান সময়ের মতোই ছিল। এ সময় তাদের প্রধান খাবার ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, দই, ঘি, বীর ইত্যাদি। তখনো ইলিশ মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। পূর্ব বাংলার মানুষ শূঁটকি মাছ পছন্দ করত। উৎসব অনুষ্ঠানে নানারকম খাবারের আয়োজন করা হতো। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।

গ সুধীর সাহেবের পালিত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের সাথে প্রাচীন বাংলার আর্থপূর্ব সংস্কৃতির সাদৃশ্য রয়েছে। আর্থদের বাংলায় আগমনের পূর্বে এখানকার প্রাচীন জনপদের মানুষেরা একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলে। পণ্ডিতদের মতে, বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম ছিল ‘অস্ট্রিক’। জাতি হিসেবে এদের বলা হতো ‘নিষাদ’। এরপর বাংলার আদি অধিবাসীদের সাথে মিশে যায় ‘আলপাইন’ নামের এক জাতি। আর্থরা আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এভাবে প্রাচীন বাংলায় যে সমাজ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে এর বহু প্রভাব রয়ে যায়। যেমন : কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, যোগ সাধনা ইত্যাদি। প্রাচীন সংস্কৃতির বহু রীতিনীতি ও প্রথা আজও বাঙালি জনজীবনে বিদ্যমান। অনেক সামাজিক প্রথা যেমন : অতিথিদের পান-সুপারি খেতে দেওয়া, শিবের গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়ে হলুদ দেওয়া, ধূতি পরা এবং মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেওয়ার রীতি আজও আধুনিক সমাজে বিদ্যমান। উদ্দীপকে সুধীর সাহেব এমনই একটি অনুষ্ঠান তথা গায়ে হলুদের আয়োজন করেন।

ঘ মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনধারা এখনো মোটামুটি অব্যাহত রয়েছে। তাই প্রাচীন বাংলার সমাজজীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক-পরিচ্ছদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার পুরবষদের সাধারণ পোশাক ছিল ধূতি। সচরাচর নাতির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ধূতি পরার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে বিত্তশালী পুরবষরা উপরের শরীর ঢাকার জন্য সেলাইবিহীন উত্তরীয় ব্যবহার করত। উদ্দীপকে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে পুরবষেরা ধূতি ও পাঞ্জাবি পরে। আবার প্রাচীন বাংলার মেয়েরা সাধারণভাবে শাড়ি পরত। মেয়েদের শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত। তারা বিভিন্ন অলংকারও ব্যবহার করত। তেমনি উদ্দীপকে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে মেয়েরা শাড়ি, গয়না ব্যবহার করে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতেই পারে, প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিতে উদ্দীপকের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হতো।

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন

‘X’ অঞ্চলের সংস্কৃতি বিকাশের ধারায় প্রথম পরিবর্তন নিয়ে আসে বৌদ্ধ সংস্কৃতি। তাদের ধ্যান-ধারণা ঐ অঞ্চলের মানুষ সহজেই গ্রহণ করে। এই সময় ধর্ম ও সমাজজীবন ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকে ধর্মের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। ঐ সময়ের সমাজজীবন ছিল আধুনিক সময়ের মতোই বৈচিত্র্যময়। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সবকিছুতেই একটা প্রচ্ছন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যায় দুই সময়ের মধ্যে।

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির প্রাচীন রূপ কোনটি? | ১ |
| খ. প্রাচীন বাংলার মানুষ সহজেই বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ করে কেন? | ২ |
| গ. ‘X’ অঞ্চলের মতো প্রাচীন বাংলার সমাজজীবন কীসের দ্বারা প্রভাবিত ছিল? বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. ‘X’ অঞ্চল যে সময়কে নির্দেশ করে তার সাথে আধুনিক বাংলার সামাজিক জীবনের কোনো মিল আছে কি? মতের পরে যুক্তি উপস্থাপন কর। | ৪ |

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থদের আগমনের পূর্বে বাংলার আদি জনপদের মানুষেরা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ।

খ আর্থ সংস্কৃতির পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে বৌদ্ধ সংস্কৃতি। বৌদ্ধদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলার মানুষ সহজেই বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ করে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় যখন যে শাসকগোষ্ঠী শাসন করেছে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ওপর তাদের সুগভীর প্রভাব পড়েছে। পাল রাজারা চারশ বছর বাংলা শাসন করেন এবং এ সুদীর্ঘ সময়ে তারা বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। এ কারণে বাংলার মানুষ সহজে বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ করে।

গ ‘X’ অঞ্চলের সংস্কৃতি বিকাশের ধারায় প্রথম পরিবর্তন নিয়ে আসে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, অর্থাৎ ‘X’ অঞ্চলের সমাজজীবন ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে ‘X’ অঞ্চলে ধর্ম ও সমাজজীবন ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তদুপ প্রাচীন বাংলায় ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সেই সময় বাংলার সমাজ ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। প্রাচীন বাংলায় আর্থদের ধর্মবিশ্বাস খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনামলে সমাজ ছিল ধর্ম প্রভাবিত। এ সময় ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল মূলত সামাজিক অনুষ্ঠান। এদেশে যখন যে শাসকগোষ্ঠী শাসন করেছে এদেশের মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে তাদের চিন্তাচেতনা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণের ওপর ধর্মের

প্রভাব ছিল স্পষ্ট। যেমন : শিবের গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়েহলুদ দেওয়া, কপালে সিঁদুর দেওয়া, ধূতি-শাড়ি পরা, বিভিন্ন পূজা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও তা ধীরে ধীরে সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপ লাভ করে। এ সময় ধর্ম ও সমাজ ছিল একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ 'X' অঞ্চল প্রাচীন বাংলার সময়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের সাথে বর্তমান সময়ের বাংলার সামাজিক জীবনের অনেক মিল রয়েছে। প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান খাবার ছিল ভাত, মাছ, গোশত, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, দই, ঘি, ক্ষীর ইত্যাদি। বর্তমানকালেও বাংলার মানুষের কাছে এসব খাবার অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইলিশ মাছ, শুঁটকি মাছ প্রভৃতি বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীন বাংলায়ও পছন্দনীয় ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদেও খুব একটা অমিল ছিল না বর্তমান সময়ের সাথে। পুরুষের ধূতি, মেয়েদের শাড়ি, ওড়না, বিভিন্ন রকম অলংকার পরিধান, সিঁদুরের ব্যবহার প্রভৃতি প্রাচীনকালের ন্যায় বর্তমানেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক বাংলায় যানবাহনে নতুনত্ব এলেও প্রাচীন বাংলার ন্যায় এখনও গ্রামে-গঞ্জে নৌকা, ভেলা, গরুর গাড়ি ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। বাংলা আজীবনই কৃষিপ্রধান। প্রাচীনকালের ন্যায় বর্তমানেও বাংলার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। প্রাচীন আমলে বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। এখন বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন খেলাধুলা, যেমন : পাশা, দাবা, নৌকাবাইচ কুস্তি ইত্যাদি এখনও বাংলায় জনপ্রিয়। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এখনও মানুষ সমানভাবে পালন করে যাচ্ছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীন বাংলার সাথে আধুনিক বাংলার সামাজিক জীবনের বেশ মিল রয়েছে।

প্রশ্ন- ১০ ▶▶

প্রাচীন বাংলার মানুষের সামাজিক জীবন ও নানা দরতা

মিল্টন স্যার নবম শ্রেণির ক্লাসে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন। তখন অধিকাংশ মানুষের পেশা ছিল কৃষি। বিভিন্ন ধরনের কৃষিজপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছিল। সামাজিকভাবেও বিভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল। নারী ও পুরুষের আলাদা পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সাজসজ্জা প্রচলিত ছিল। স্যার আরও জানালেন, প্রাচীনকালে বাংলার মানুষ স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় দক্ষতা দেখিয়েছিল।

- ক.** প্রাচীন বাংলার মানুষ কোন ভাষায় কথা বলত? ১
- খ.** সংক্ষেপে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। ২
- গ.** শিবকের উদ্ভূত সামাজিক জীবনের সঙ্গে বর্তমানের সামাজিক জীবনের তুলনা কর। ৩
- ঘ.** প্রাচীন বাংলার মানুষের দরতা সম্পর্কে শিবকের মন্তব্যটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন বাংলার মানুষ 'অস্ট্রিক' ভাষায় কথা বলত।

খ বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিপ্রধান দেশ। এখানের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল কৃষির ওপর নির্ভর করে। ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হতো। ইক্ষুর রসে তৈরি গুড় ও চিনি বিদেশে রপ্তানি করে অর্থোপার্জন হতো। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা বস্ত্রশিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলায় বহু নদনদী থাকায় এদেশে নদীর তীরে অনেক বন্দর ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। বিদেশের সাথেও এদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধশালী ছিল।

গ শিবক ক্লাসে প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তখনকার প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, খাবার-দাবারের সাথে বর্তমানের অনেক মিল রয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান খাবার ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি। বর্তমান যুগে এগুলো আমাদের প্রধান খাদ্য। প্রাচীনকালে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। আর বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় মাছ হচ্ছে ইলিশ। উদ্দীপকে শিবক পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সাজসজ্জার কথা বলেছেন। সেকালে পুরুষদের সাধারণ পোশাক ছিল ধূতি। মেয়েরা সাধারণত পরত শাড়ি। তবে ওড়নার ব্যবহারও ছিল। বর্তমানে পুরুষরা ধূতি তেমন ব্যবহার করে না। এখন প্যান্ট, শার্ট ও লুঙ্গি পুরুষদের প্রধান পোশাক। আর মেয়েরা ওড়না ব্যবহারের পাশাপাশি শাড়ি, সালোয়ার ইত্যাদি পরিধান করে। প্রাচীন বাংলার মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন ছিল নৌকা ও গরুর গাড়ি। বর্তমানেও নৌকা দেখা যায় তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন বাস, ট্রেন ও বিমান হচ্ছে মানুষের প্রধান যানবাহন। প্রাচীনকালে নারী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরত। কিন্তু বর্তমানে মেয়েরা অলঙ্কার ব্যবহার করলেও ছেলেরা বিরত থাকছে। সুতরাং শিবকের উদ্ভূত প্রাচীন বাংলার সাথে বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে শিবক মন্তব্য করেছেন যে, প্রাচীন বাংলার মানুষ স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ ছিল। এ সময় প্রচুর প্রাসাদ, স্তূপ, মন্দির, বিহার নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এর অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে বৌদ্ধস্তূপ। বৈদিক যুগে দেহাবশেষ পুঁতে রাখার জন্য শ্মশানের ওপর মাটির স্তূপ রবা করার জন্য এ স্থাপত্য পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়। পরে জৈনরাও স্তূপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধরা স্তূপকে মন্দিরের মতোই পবিত্র মনে করত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাস ও বিদ্যাচর্চা করার জন্য বিহার নির্মাণ করা হতো। চীন দেশের পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিহারগুলো বেশ বড় আকৃতির ও কারুকার্যখচিত ছিল। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর মহাবিহার পাল যুগে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে বেশ কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বাংলার মানুষই এসব স্থাপত্য নির্মাণের কারিগর ছিল। প্রাচীন বাংলার মন্দিরের ভেতরে দেব-দেবীর মূর্তি রাখার প্রয়োজনে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। পাল আমল থেকেই বাংলায় চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। ধর্মীয় কারণেই প্রথমে চিত্রশিল্পের চর্চা শুরু হয়। তাই দেখা যায় যে, শুরুর দিকে মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারের দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা হতো। বাংলার মানুষ এ বিষয়ে খুব দর ছিল। তথাপি কিছু কিছু নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন স্থানে আজও দেখা যায়। সার্বিক আলোচনায় উদ্দীপকে শিবকের মন্তব্যটি যথার্থ প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন- ১১ ▶▶

প্রাচীন বাংলার শিল্প ঐতিহ্য ও কৃষি

ঈদের ছুটি কাটিয়ে চারবলতা বরিশাল থেকে লঞ্চে ঢাকা ফিরছে। নদীর দু'তীরে নয়নাভিরাম শস্যবেত তাকে মুগ্ধ করেছে। সারি সারি নারিকেল ও সুপারি গাছ এ দৃশ্যকে আরও স্নিগ্ধ করেছে। নদীতে বসে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের এ সৌন্দর্য আরও বেশি অনুভব করা যায়। নদীর কিনারে সাঁতার কাটছে হাঁস। রাখাল গরব-ছাগল চরাচ্ছে। ঈদের জন্য চারবলতার মা তাকে একটি সুন্দর জামদানি শাড়ি ও এক সেট গয়না কিনে দিয়েছেন।

- ক.** খিল কী? ১
- খ.** বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ.** চারবলতার মায়ের কেনা শাড়ি ও গয়না প্রাচীন বাংলার

কোন শিল্প ঐতিহ্যের ইজিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাচীন বাংলার কৃষি সম্পর্কিত
ব্যাখ্যা উপস্থাপন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

ক প্রাচীনকালে উর্বর অথচ পতিত জমিকে ‘খিল’ বলা হতো।
খ বাংলাকে চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়। প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীদের বেশিরভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। তারা সবাই মিলে একসাথে গ্রাম গড়ে তুলত। তারা গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাত। ধান, পাট, আখ, তুলা প্রভৃতি ফসল বিভিন্ন ফলমূল সবই বাংলার মানুষ চাষ করত। বর্তমানের মতোই কৃষির ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল বলে এদেশকে চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়।
গ চারবলতার মায়ের কেনা শাড়ি ও গয়না প্রাচীন বাংলার শিল্প ঐতিহ্যকে ইজিত করে। বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্ত্র এতো সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যের কোটায় ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্যও বাংলা প্রসিদ্ধ ছিল। চারবলতার মা এমন একটি জামদানি শাড়ি তার জন্য কিনেছিল যার মাধ্যমে বাংলার এ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। চারবলতার মা এক সেট সোনার গয়নাও কিনেছিল যার মাধ্যমে বিলাসিতা প্রকাশ পায়। প্রাচীন বাংলায় বিলাসিতার নানা রকম জিনিসের জন্য স্বর্ণশিল্পী ও মনিমাণিক্য শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। অতএব, বলা যায় যে, চারবলতার মায়ের কেনা শাড়ি ও গয়না প্রাচীন বাংলার বস্ত্র ও স্বর্ণশিল্পের ইজিত বহন করে।

ঘ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন বাংলার কৃষির বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে চারবলতা নদীর দুধারে নয়নাভিরাম শস্যবেত, সারি সারি নারিকেল ও সুপারি গাছ দেখতে পেল। প্রাচীনকালেও বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাত, তারা গ্রাম গড়ে তুলেছিল। তারা বিভিন্ন শস্যের আবাদ করত। বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সর্ষে, পান প্রভৃতি ফসলের চাষ হতো। উদ্দীপকে উল্লিখিত নারিকেল, সুপারি গাছ ছাড়াও রয়েছে আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর প্রভৃতি গাছ, যা প্রাচীনকালে প্রচুর জন্মাত। উদ্দীপকে রাখাল গরব-ছাগল চরাচ্ছিল। নদীর কিনারে সাঁতার কাটছিল হাঁস। এর মাধ্যমেও প্রাচীন বাংলার চিত্র ফুটে উঠেছে। তখন গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরব-ছাগল, মেঘ, হাঁস-মুরগি, কুকুর ইত্যাদি ছিল প্রধান। এভাবে প্রাচীন বাংলায় কৃষির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন- ১২ ▶▶

প্রাচীন বাংলার কৃষি ও কুটিরশিল্প

রহিম মিঞা একজন দরিদ্র ব্যক্তি। সে তার নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কৃষি জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে। রহিমসহ গ্রামের অনার্য ও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও রহিমের স্ত্রী ঘরে বসে কাপড় বুনে এবং বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে। বর্তমানে তাদের গ্রাম সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক. বাংলাদেশ কী প্রধান দেশ? ১
খ. প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রকার ভূমি সম্পর্কে লেখ। ২
গ. রহিম মিঞার গ্রামে বাংলার কোন ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রহিম মিঞার স্ত্রীর কাজের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার

কোন ধরনের শিল্প ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে কর? ৪
বিশ্লেষণ কর।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

ক বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ।
খ প্রাচীন বাংলার প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি ছিল। ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য উপযুক্ত জমিকে ‘বাসতু’, চাষ করা যায় এমন উর্বর জমিকে ‘বেত্র’ এবং উর্বর অথচ পতিত জমিকে বলা হতো ‘খিল’। এ তিন প্রকারের ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের ভূমি ছিল। সেগুলো হলো : চারণ ভূমি, হাট-বাজার, অনুর্বর ভূমি, বনজঙ্গল এবং যানবাহন চলাচলের পথ।
গ রহিম মিঞার গ্রামে বাংলার কৃষিব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। প্রাচীন বাংলায় বেশিরভাগ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল যেমন, রহিম মিঞার গ্রামের মানুষ। প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশ কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাই এদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে কৃষির ওপর নির্ভর করে। ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। এছাড়া পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সরিষা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। ফলবান বৃষের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর ইত্যাদি। এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলাও বঙ্গো উৎপন্ন হতো। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরব-ছাগল, মেঘ, হাঁস-মুরগি, কুকুর ইত্যাদি ছিল প্রধান। লবণ ও শাঁটকি দেশের কোনো কোনো অংশে উৎপন্ন হতো। সুতরাং বলা যায়, কৃষির ওপর নির্ভর করেই রহিম মিঞার গ্রামের লোকদের মতো বাংলার মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়েছে।

ঘ রহিম মিঞার স্ত্রীর কাজের মাধ্যমে কুটির শিল্পের কাজের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ঘরে বসে কাপড় বুনে, আসবাবপত্র তৈরি করেন। এগুলো প্রাচীন বাংলার কুটির শিল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত। কুটিরশিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের দরকারি সব কিছু গ্রামেই তৈরি হতো। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলস, ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, বাসনপত্র ইত্যাদি। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা, কুড়াল, কোদাল, খুন্টা, লাঙল ইত্যাদি। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর বাড়ি, মন্দির, পালকি, গরবের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠের দ্বারাই তৈরি হতো। এছাড়া নদীপথে চলাচলের জন্য নানা প্রকার নৌকা ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য কাঠের বড় বড় নৌকা বা জাহাজ তৈরি হতো। কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও কুটির শিল্প বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। রহিম মিঞার স্ত্রীও তার কাজের মধ্যে এই কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন

রিয়াদ হোসেন একটি দল নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করেন। তারা কুমিল্লায় শালবন বিহার ভ্রমণ করেন। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের ঝোয়ারিতে গিয়ে তারা বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পান।

ক. ময়নামতি বিহার কোন জেলায় অবস্থিত? ১
খ. প্রাচীন স্থাপত্যের কয়েকটি নাম লেখ। ২
গ. রিয়াদ হোসেন রাজশাহী ও চট্টগ্রামে যা দেখতে পান সে সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রিয়াদ হোসেনের কুমিল্লার দেখা নিদর্শন কি বাংলার এ সম্পর্কিত একমাত্র নিদর্শন? মতামত প্রদান কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর স্ত

ক ময়নামতি বিহার কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।

খ প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অতি সামান্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। চীন দেশের ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং এর বিবরণী ও প্রাচীন শিলালিপি থেকে প্রাচীন যুগে বাংলার কারবকার্যময় বহু হর্ম্য, (চুড়া, শিখা) মন্দির, স্তূপ ও বিহারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

গ রিয়াদ হোসেন রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন স্তূপ দেখতে পান। ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন হলো স্তূপ। বৈদিক যুগে দেহাবশেষ পুতে রাখার জন্য শ্মশানের ওপর মাটির স্তূপ রবা করার জন্য এ স্থাপত্য পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধধর্ম যেখানেই প্রসার লাভ করেছে, সেখানেই ছোট-বড় অসংখ্য স্তূপ নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় কিছু বৌদ্ধ ও জৈন স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রোঞ্জ বা অক্ষুধাতু নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধধর্মের লোকেরা যেখানে বেশি ছিল সেখানে বেশি স্তূপ পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে রাজা দেব খড়্গের ব্রোঞ্জ বা অক্ষুধাতু নির্মিত একটি স্তূপ পাওয়া গেছে। এটিই সম্ভবত বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপের নিদর্শন। রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রামের ঝোয়ারিতে আরও দুটি ব্রোঞ্জের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে। রিয়াদ এ স্তূপগুলোই দেখতে পান। এছাড়া, রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে।

ঘ রিয়াদ হোসেন কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহারে ভ্রমণ করেন। তার দেখা এ বিহারটি বাংলায় একমাত্র নিদর্শন নয়। আরও অনেক বিহারের নিদর্শন এদেশে রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে বৌদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ইটের তৈরি বিভিন্ন বিহার নির্মাণ করে। কালক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন সংঘে যখন প্রচারকের সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন হতেই ইটের তৈরি বিহার প্রস্তুত শুরব হলো। এসব বিহারের কোনো কোনোটি বেশ বড় এবং কারবকার্যময় ছিল। রাজশাহীর পাহাড়পুরে যে বিশাল বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জানা যায়, অষ্টম শতকে ধর্মপাল এখানে প্রকাণ্ড বিহারটি নির্মাণ করেন। সোমপুর বিহার ব্যতীত ধর্মপাল বিক্রমশীল বিহার ও ওদন্তপুর বিহার নামে আরও দুটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি বিহারের সম্প্রদান পাওয়া গেছে। এটি ‘শালবন বিহার’ নামে পরিচিত। সুতরাং রিয়াদ হোসেনের দেখা শালবন বিহার ছাড়াও বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এ জাতীয় আরও অনেক বিহার।

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

চর্যাপদ



- ক** প্রাচীন বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষার নাম কী? ১
- খ** বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ২
- গ** চিত্রের আলোকে ভাষাটির বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ** চিত্রের লিপির ধর্মীয় ভাবধারায় প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল- প্রমাণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর স্ত

ক প্রাচীন বাংলার আদি অধিবাসীদের নাম অস্ট্রিক।

খ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময় ঢাকার মসলিন ছিল লোকশিল্পের শীর্ষে। ঢাকার তাঁত শিল্পীরা এত মিহি সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে মসলিন বুনত যে, একটি ছোট আর্থটির ভেতর দিয়ে কয়েক শত গজ কাপড় প্রবেশ করানো সম্ভব ছিল।

গ চিত্রে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের ছাপ ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন বিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব রূপ লাভ করেছে এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্বকীয় মর্যাদায় আসন করে নিয়েছে। নয় ও দশ শতকের আগে বাংলা ভাষার রূপ কী ছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে এ শতকগুলোতে বাংলায় সংস্কৃত ছাড়াও দুটো ভাষা প্রচলিত ছিল- এর একটি হলো শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং অন্যটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড় বঙ্গীয় রূপ- যাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার এরূপ প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল হতে সংগৃহীত চারটি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিতে। এগুলো ‘চর্যাপদ’ নামে পরিচিত। যা উদ্দীপকের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে। সংস্কৃত হতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ ভাষা হতে অষ্টম বা নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন : কৃষ্ণ > কাহ্ন > কানু > কানাই।

ঘ চিত্রের লিপিগুলো প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি চর্যাপদের। প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সাথে সাথে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। ষষ্ঠ শতকের গৌড়ার দিকে বাংলার পূর্বতম প্রান্ত ত্রিপুরায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল বংশের আগমনের ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টম শতক হতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মেরই জয়জয়কার ছিল। সুদীর্ঘ চারশত বছরের রাজত্বকালে তাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তারা অনেক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ধর্মপালের বিক্রমশীল মহাবিহার, সোমপুর বিহার ও ওদন্তপুর বিহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এসব বিহারে তিব্বত ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য আগমন করতেন। সোমপুর বিহারে বাস করতেন মহাপন্ডিতাচার্য বোধিভদ্র। আচার্য অতীশ দীপঙ্করও কিছুকাল এ বিহারে বাস করেছিলেন। কুমিল্লার ময়নামতিতে কিছুসংখ্যক বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে অত্যন্ত বিশাল আকৃতির বিহারটি ‘শালবন বিহার’ নামে পরিচিত। এভাবে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাবধারায় স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

জাতিভেদ প্রথা ও ধর্ম

প্রেরাপট-১ : হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা, সেন রাজবংশের অবদান।

প্রেরাপট-২ : বাংলার মানুষের ধর্মের অনুসরণ, প্রাচীন রাজবংশের প্রভাব।

- ক** আর্যপূর্ব বাংলায় কোন জাতি বাস করত? ১
- খ** বাংলার ইতিহাসে মৌর্য যুগের অন্যতম অবদান সংক্ষেপে লেখ। ২
- গ** প্রেরাপট-১ এর বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ** প্রেরাপট-২ তুমি সমর্থন কর কি? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর স্ত

ক আর্যপূর্ব বাংলায় অস্ট্রিক ভাষাভাষী এক জাতি বাস করত। তাদের নাম ছিল নিষাদ। পরবর্তীতে আলপাইন নামে এক জাতি তাদের সাথে মিশে যায়।

খ বাংলার ইতিহাসে মৌর্যযুগের অন্যতম অবদান বাংলার সমৃদ্ধি অর্জন। এ সময় বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশ ছিল। মৌর্য শাসকদের প্রচেষ্টায় বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। এ সময় বাংলার সুতিবস্ত্র বিদেশেও রপ্তানি হতো।

গ প্রেবাপট-১ হলো- ‘হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথাটি সেনদের অবদান।’ প্রেবাপটের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে আর্যদের আগমনের ফলে বাংলায় বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়। তখন বাংলার মানুষ ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় বৈদিক আচার্যকেই একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে কুলীন, ভজা কুলীন, অভজা কুলীন, রাঢ়ী, বৈদিক, বরেন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য কুলে তারা ব্রাহ্মণদের ভাগ করে ফেলেন। অব্রাহ্মণদের বেত্রেও নানা ভাগ করা হয়। ব্রাহ্মণদের সাহায্যে পুরাণ ও পুঁথি লিখিয়ে ইচ্ছামতো বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়। স্বৈরাচারীভাবে কাউকে উঁচু কাউকে নিচু বলে ঘোষণা করা হয়। সমাজে জাতপাতের বিভেদ প্রবল হয়ে ওঠে। যার প্রভাব বর্তমান হিন্দু সমাজেও পরিলব্ধিত হয়। বর্তমান হিন্দুসমাজও বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিতে বিভক্ত। বর্তমান হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, কায়স্থ, নাপিত, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ ও জাতি লব করা যায়। এসব বিভাগ সেনদের বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার প্রভাবেই সৃষ্টি। পরিশেষে বলা যায় যে, হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথাটি সেনদের অবদান।

ঘ প্রেবাপট-২ আমি সমর্থন করি। বাংলার ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস। প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ এদেশ শাসন করায় এদেশে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ফলে বাংলার মানুষের ধর্মাত্মকতার পরিবর্তন এসেছে। মৌর্য যুগে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। একই সময় বাংলায় জৈন ধর্মেরও প্রচলন আরম্ভ হয়। তবে জৈনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত যুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তান্ত্রিক মতবাদের প্রসার ঘটে। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সাময়িকভাবে মরু হয়ে পড়ে। পাল আমলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এ সময় ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাংলা ও বিহারে ধর্ম যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। পাল রাজাগণ বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এ সময় বৌদ্ধধর্ম বৃ পাস্তরিত হয়ে সহজিয়া ধর্মে পরিণত হয়। পাল আমলের পরে আসে সেন রাজাদের শাসন। এ সময় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আবার প্রবল হয়ে ওঠে। সেন রাজাগণ ছিল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে মানুষের ধর্মের অনুসরণ রাজবংশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তাই উদ্দীপকের প্রেবাপট-২ আমি সমর্থন করি।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

প্রাচীন বাংলার যাতায়াত ব্যবস্থা ও নানা অনুষ্ঠান

২২শে শ্রাবণ। লাবনী মন্ডলের ছেলে দিব্যজ্যোতি দাশের আজ অনুপ্রাশন অনুষ্ঠান। সকল আত্মীয়স্বজন এসে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। যশোর থেকে সাতবীরা জেলার শেষ সীমান্তে অবস্থিত তাদের বাড়িতে যেতে বাস থেকে নেমে নৌকা ও গরুর গাড়ি ব্যবহার করতে হয়েছে। এক সময় নৌকা, পালকি, গরুর গাড়ি প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান বাহন ছিল। লাবনী মন্ডলের পরিবার বিয়ে, নবান্ন, জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় বাড়িতে আসেন।

- ক.** সতীদাহ প্রথা কী? ১
- খ.** প্রাচীনকালে বাঙালির প্রধান খাবার কেমন ছিল? ২
- গ.** উদ্দীপকের যাতায়াতের বাহনের সাথে প্রাচীন বাংলায় যাতায়াত ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. ‘উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রাচীন বাংলায় কি নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল? মতামত ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রথাকে বলা হয় সতীদাহ প্রথা।

খ প্রাচীনকালে বাঙালির প্রধান খাবার ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, বীর ইত্যাদি। চাল থেকে প্রস্তুত নানা ধরনের পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাকরোল, কচু প্রভৃতি তরকারি উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। মদ জাতীয় নানা প্রকার পানীয় পান করা হতো। খাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাবার রীতি ছিল।

গ উদ্দীপকের যাতায়াতের বাহনের সাথে প্রাচীন বাংলার যাতায়াত ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। লাবনী মন্ডলের পরিবার যশোর থেকে সাতবীরা যাওয়ার পথে বাস, নৌকা ও গরুর গাড়ি ব্যবহার করেছে। এগুলোর মধ্যে বাসের সাথে প্রাচীন বাংলার বাহনের সাদৃশ্য না থাকলেও নৌকা ও গরুর গাড়ি প্রাচীন বাংলায় প্রধান বাহন ছিল। এছাড়া খালবিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করা হতো। মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো সাঁকো দিয়ে। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। উদ্দীপকে পালকি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন সময়ে স্ত্রী-পরিজনরা নৌকা ও পালকিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা যাওয়া করত। বিবাহের পর নববধূকে গরুর গাড়ি বা পালকিতে শ্বশুরবাড়ি আনা হতো। মোটকথা, উদ্দীপকে ব্যবহৃত বাহনের সাথে সেকালে ব্যবহৃত বাহনের অনেকটা সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রাচীন বাংলায় নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। উদ্দীপকে দিব্যজ্যোতি দাশের অনুপ্রাশন অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। প্রাচীন বাংলায়ও অনুপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। এ উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। উদ্দীপকে লাবনীর পরিবারের বিয়ে, নবান্ন, জন্মোৎসব পালনের কথা বলা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও প্রাচীনকালে ভাইফোঁটা, রথযাত্রা, অষ্টমী স্নান, হোলি, দশহরা, গজাস্ত্রান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হতো। উদ্দীপকের অনুষ্ঠান ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শিশুর জন্মের পূর্বে তার মজালের জন্য গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি। জন্মের পর শিশুর নামকরণ, অনুপ্রাশন ইত্যাদি উপচার পালন করা হতো। অতএব বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুপ্রাশন, জন্মোৎসব, নবান্ন ছাড়াও উপরে আলোচ্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়।

প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন

কামাল সাহেব নবীনগর গ্রামের একজন কৃষক। গ্রামটি দেখতে অনেক সুন্দর। এই গ্রামে প্রাচীনকালের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থাও মোটামুটি ভালো। এই গ্রামের কৃষকেরা মোটামুটি সুখেই থাকে। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা আবহমান কাল ধরে একত্রে বসবাস করে।

- ক.** প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে কোনটির প্রবল প্রভাব ছিল? ১
- খ.** প্রাচীন বাংলায় পুরবষ ও মেয়েদের পছন্দনীয় খেলাগুলো কী ছিল? ২
- গ.** বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বসবাস বলতে উদ্দীপকে কাদের বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কামাল সাহেবের গ্রামে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান প্রথা উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর।

৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল।

খ প্রাচীন বাংলায় কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, নৌকাবাইচ ও বাজিকরের খেলা পুরবষদের খুব পছন্দ ছিল। নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনা, জলক্ৰীড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল।

গ উদ্দীপকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস বলতে প্রাচীন সমাজে বসবাসরত নানা ধর্মের ও শ্রেণির লোকদের বোঝানো হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই হিন্দু, বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা বাংলায় বসবাস করত। বাংলায় গুপ্ত যুগের পূর্বে আর্য ধর্মের কিছুটা বিস্তার ঘটলেও গুপ্ত যুগের সময় থেকে ব্রাহ্মণরা এদেশের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করে। তারা বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতেন। তারা বেদ আলোচনা করতেন। তাদেরকে ধর্মকর্ম পরিচালনা ও মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করে রাজা-মহারাজারা পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মণসহ বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার বর্ণের লোক ছিল। পাল আমলে যে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার দেখা যায় তা সেন আমলে আরও প্রসারিত হয়। পৌরাণিক পূজা-পার্বণের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ হতে যেসব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত যুগে শৈবধর্মও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলতে এসব লোকদের বোঝানো হয়েছে। এভাবে আবহমান কাল ধরে এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের পাশাপাশি বসবাস। উদ্দীপকের কামাল সাহেবের গ্রামেও তেমন দেখা যায়।

ঘ কামাল সাহেবের গ্রামে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। অনুপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। বারো মাসে তেত্রো পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। এ উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হিসেবে কামাল সাহেবের গ্রামে আরও পালিত হতে পারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (ভাইফোঁটা), নবান্ন, রথযাত্রা, অফমী স্নান, হোলি, জন্মাফমী, দশহরা, অবয় তৃতীয়া, গজাস্নান প্রভৃতি। এছাড়া শিশুর জন্মের পূর্বে তার মজালের জন্য গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি জন্মের পর নামকরণ, অনুপ্রাশন ইত্যাদি উপচার পালন করা হতে পারে। প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন তিথিতে কী কী খাদ্য নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, শিশু বয়সে পড়াশোনা করা, বিদেশ যাত্রা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির জন্য কোন কোন সময় শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হতো। যা উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, কামাল সাহেবের গ্রামেও পালন করা হয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

প্রাচীন বাংলার পোশাক-পরিচ্ছদ ও খেলাধুলা

নবম শ্রেণির শিবাখীরা একদিন ইতিহাস বিষয়ক শ্রেণিতে শিবকের নির্দেশে বোর্ডে নিচের তালিকাটি বড় করে লিখে দেয়-
পোশাক-পরিচ্ছদ : ওড়না, চাদর, ধুতি, শাড়ি।



- ক. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানের আরেক নাম কী? ১
- খ. প্রাচীন বাংলার অলংকারের উল্লেখ কর। ২
- গ. শিবাখীদের করা তালিকায় বাংলার কোন সময়ের

পোশাক-পরিচ্ছদ উল্লিখিত হয়েছে?—ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সময়ের খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কীরূপ ছিল? আলোচনা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানের আরেক নাম ভাইফোঁটা।

খ প্রাচীন বাংলার পুরবষ-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। তারা কানে কুন্ডল, গলায় হার, আজুলে আঁধটি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করত। মেয়েরাই কেবলমাত্র হাতে শঙ্খের বালা পরত এবং অনেকগুলো চুড়ি পরতে ভালোবাসত। মণি-মুক্তা ও দামী সোনা-রূপার অলংকার ধনীরা ব্যবহার করত।

গ শিবাখীদের করা তালিকায় প্রাচীন বাংলার পোশাক-পরিচ্ছদ উল্লিখিত হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোনো আড়ম্বর প্রাচীন বাংলায় ছিল না। বাংলার নর-নারীরা যথাক্রমে ধুতি ও শাড়ি পরিধান করত। পুরবষেরা মালকোচা দিয়ে ধুতি পরত এবং তা হাঁটুর নিচে নামত না। মেয়েদের শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত। মাঝে মাঝে পুরবষেরা গায়ে চাদর, আর মেয়েরা পড়ত ওড়না। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল।

ঘ উক্ত সময় তথা প্রাচীন বাংলায় নানা রকম খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। পাশা ও দাবাখেলা প্রচলিত ছিল। নাচ-গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল খুব বেশি। বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল ইত্যাদি তো ছিলই এমনকি মাটির পাত্রকেও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হতো। কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, নৌকাবাইচ ও বাজিকরের খেলা পুরবষদের খুব পছন্দ ছিল। নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনা, জলক্ৰীড়া ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল।

প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

প্রাচীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য

‘বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা’ বিষয়টি পড়াতে গিয়ে নবম শ্রেণিতে একদিন শিবক প্রাচীন বাংলার সমুদ্র ও স্থলপথে কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল তা হুকে দেখাতে বলেন। মশিউরের করা ছকটি নির্ভুল হয়। শিবক তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন প্রাচীন বাংলায় বাণিজ্যের প্রসার তৎকালীন উন্নত শিল্পের পরিচয়বাহী। আর এই উন্নত শিল্প ছিল প্রাচীন বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।



- ক. প্রাচীন বাংলার গ্রামবাসীরা কী করে সংসার চালাত? ১
- খ. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২
- গ. মশিউরের করা তালিকাটি করে দেখাও। ৩
- ঘ. মশিউরকে প্রশংসাপূর্বক শিবকের আলোচনা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক প্রাচীন বাংলার গ্রামবাসীরা গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাত।

খ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য হলো : ১. অর্থনীতি কৃষিপ্রধান ছিল। ২. কুটিরশিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ৩. কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের প্রাচুর্যতার কারণে বজোর সঙ্গে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং ৪. খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের পূর্বে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়।

গ মশিউর শিবকের কথা অনুযায়ী প্রাচীন বাংলার সমুদ্র ও স্থলপথে কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল তার একটি নির্ভুল তালিকা তৈরি করে। সুতরাং মশিউরের করা তালিকাটি ছিল- প্রাচীন বাংলায় সমুদ্র ও স্থলপথে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক:

সমুদ্রপথ	স্থলপথ
ব্রহ্মদেশ, চম্পা, সিংহল, কাম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন ইত্যাদি।	নেপাল, চীন, ভুটান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত ইত্যাদি।

ঘ মশিউরকে প্রশংসাপূর্বক শিবক প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যের প্রসারে উন্নত শিল্পের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত। দেশের ভেতরে বাণিজ্য ছাড়াও সে সময়ে বাংলা বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল। স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল। এগুলো হলো- নবাবশিকা, কোটাবর্ধ, পুন্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি। অবশ্য শহর ছাড়া গ্রামের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এসব গ্রামের হাটে গ্রামে উৎপন্ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনা হতো। সমুদ্র পথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কাম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত। স্থলপথে চীন, নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ২০ ▶▶

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

জসিম যেদেশে বাস করে সেদেশে বর্ণ, শ্রেণি, কৌম, জনপদ ইত্যাদির বিভিন্নতার সঙ্গে ধর্মকর্মে বিভিন্নতা দেখা যায়। ঐ দেশের গ্রামগঞ্জে নারী জাতির মধ্যে প্রচলিত ব্রহ্মপূজা, পূজাপার্বণে আম্র, পলরব, ধানছড়া, দুর্বা, কলা, পান-সুপারি, নারিকেল, ঘট, সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। ঐ দেশে নানা রকমের ধ্বজপূজাও প্রচলিত ছিল।

- চর্যাপদ নেপাল হতে কে সংগ্রহ করেন? ১
- প্রাচীনকালের বাংলার চার বর্ণের কাজ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
- উদ্দীপকে যে ধর্মীয় অবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা কর। ৩
- তুমি কি মনে কর প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা জসিমের দেশটি থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়? উত্তরের পরে তোমার যুক্তি দাও। ৪

— ২০ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

খ প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এ চার প্রকার বর্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার সংকর অর্থাৎ মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা পার্বণ করা- এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কাজ। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত। বত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসায়-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচুশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা বৈচিত্র্যময়'- আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২১ ▶▶

শিল্পকলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্য



চিত্র : পাহাড়পুরের মন্দির গায়ে খোদিত পোড়ামাটির ফলক

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কোনটি? ১
- চর্যাপদ বলতে কী বোঝ? ২
- উদ্দীপকের চিত্রটি প্রাচীন বাংলার কোন শিল্পের নিদর্শন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- উক্ত চিত্রের নিদর্শনের সাথে পাহাড়পুর সোমপুর বিহারের মিল-অমিল চিহ্নিত কর। ৪

— ২১ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক আট শতক হতে বারো শতক পর্যন্ত।

খ প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শনরূপে বাংলা ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল থেকে সংগৃহীত চারটি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি চর্যাপদ নামে পরিচিত। এ পর্যন্ত ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাস্কর্য শিল্পের বেত্রে সোমপুর বিহারের অবদান আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২২ ▶▶

পাল বংশের নিদর্শন

শামিম ও তার বন্ধুরা কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন দেখতে যায়। সেগুলো দেখে তারা অভিভূত হয়। সেগুলোর গায়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিখচিত। শামিম তার বন্ধুদের বলে যে, প্রাচীনকালের এরূপ শিল্পকর্মের অনেক নিদর্শন আমাদের দেশে রয়েছে।

- বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপ কোনটি? ১
- আর্যদের পরিচয় প্রদান কর। ২
- উদ্দীপকে শামিম ও তার বন্ধুদের দেখা মন্দিরের গায়ে মূর্তিগুলো প্রাচীন কোন শিল্পকর্মের নিদর্শন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- প্রাচীন বাংলার এরূপ আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে। কথ্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

— ২২ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে রাজাদের খড়্গের ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতু নির্মিত স্তূপ।

খ অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনা ভাষাগোষ্ঠীর পর যে নতুন একটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বাংলায় প্রবেশ করে তারা হলো আর্য। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। পরবর্তীকালে এ ভাষাকে সংস্কার করে বলা হয় সংস্কৃত ভাষা। সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষ দিকে তারা বাংলায় আগমন

শুরু করেছিল। আর খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে তারা এদেশে বসতি স্থাপন শেষ করেছিল।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেত্রে পাল বংশের অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৩ ▶▶

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

শিবানী দত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, অন্যান্য ধর্মীয় আলোচনা ও কাজে তার পরিবারের অনেক দায়িত্ব। ধর্মাবলম্বীদের মতো হিন্দু হিসেবে তাদের পরিবারও মনসা পূজা, কালীপূজা, যষ্ঠীপূজা প্রভৃতি পালন করে থাকে। পূজাগুলো তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচয় বহন করে।

- ক. প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী? ১
খ. প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিবানীর পরিবারের দায়িত্ব প্রাচীন সমাজপ্রথার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিবানীর পরিবারের পালনীয় পূজা কি প্রাচীন নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রতিচ্ছবি বহন করে? মতামত প্রদান কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার।
খ প্রাচীন বাংলায় আর্থদের আগমনের পূর্বে কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রাচীন বাংলায় বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম প্রচলিত ছিল। তবে এক ধর্মের মানুষের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের কলহ ও হিংসা-দ্বৈষ ছিল না। তারা মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করত। প্রাচীন বাংলায় একমাত্র শশাংকের পরধর্ম বিদ্বেষের কাহিনী আছে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণের দায়িত্ব কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ আর্থ সমাজের ধর্মীয় রীতির আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৪ ▶▶

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

শোভন চক্রবর্তী পুরানা পক্টনে অবস্থিত আজাদ প্রডাক্টসে গিয়েছিলেন ছেলের অনুপ্রাণন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ কার্ডের অর্ডার দিতে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, আপনার বিয়ে, বৌভাত, সীমন্তোন্নয়ন, তারপর ছেলের নামকরণ সবগুলো অনুষ্ঠানের কার্ডই আমার কাছে করিয়েছেন বলে ভালো লাগছে। শোভন চক্রবর্তী হাসলেন। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে এসব অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে।

- ক. বাংলা ভাষায় কতটি চর্যাপদ পাওয়া গেছে? ১
খ. চর্যাপদ কীসের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের অনুষ্ঠানগুলো কী ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অংশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শোভন চক্রবর্তীর জীবনে ধর্মের প্রভাব প্রাচীন বাংলার মানুষের ন্যায়-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বাংলা ভাষায় মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে।

খ চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। তাই নিঃসন্দেহে এটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। চর্যাপদে প্রাচীন

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বেশ কিছু মজার মজার বিষয় পাওয়া যায়। যেমন— তখন ধনীদেব ঘরে ঘরে হাতি পোষা হতো। উত্তরবঙ্গের বন থেকে উট শিকার করা হতো। হরিণ শিকার করা সেসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল দাবা। তখন খুব ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধত আর ছেলেরা বাবরি চুল রাখত।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণ সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ প্রাচীন বাংলার জনগণের ধর্মের প্রভাব আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৫ ▶▶

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

রাজারিশ রায় তার দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে যে অন্য দেশ থেকে একশ্রেণির উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের দেশের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করতেন। এ সকল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছিল বিদ্বান। বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পর্কে তারা অভিজ্ঞ ছিল। তবে এ সকল উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেত না।

- ক. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? ১
খ. প্রাচীন বাংলার নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. রাজারিশের জানা ইতিহাসের সাথে প্রাচীনকালের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লব করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত বিষয়টি রাজারিশের জানা ইতিহাস থেকে কিছুটা ভিন্নতর? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক চর্যাপদ আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

খ প্রাচীন বাংলার মেয়েদের কোনো প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। একটি মাত্র স্বামী রাখা ছিল সমাজের নিয়ম। তবে পুরবষেরা একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। বিধবাকে সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করতে হতো। সতীদাহ প্রথার মতো জঘন্য প্রথা অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। ধন সম্পত্তিতে নারীদের আইনগত কোনো অধিকার ছিল না।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণশ্রেণি সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ প্রাচীন বাংলায় রাজা-মহারাজাদের ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন- ২৬ ▶▶

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : উদ্ভব ও বিকাশ

মি. পবন প্রাচীন বাংলার অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন ও বের শাখার ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার এক পর্যায়ে এই ভাষাবিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক আদিবাসী ও আসাম রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসী মানুষেরা অনেকটা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক মানুষের ভাষায় কথা বলে। সফল এই গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে জানতে পারেন যে, আর্থদের বাংলায় আসার পূর্বে নানা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা প্রাচীন বাংলায় চালু ছিল।

- ক. কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও যোগসাধনা আর্থদের পূর্বে কোন ধর্মে ছড়িয়ে পড়েছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় বাংলাদেশের কোন অধিবাসীরা এখনো কথা বলে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে মি. পবন কোন কোন গোষ্ঠীর কী কী ভাষা আবিষ্কার করেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও যোগসাধনা আর্ষদের পূর্বে হিন্দুধর্মে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খ প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। খালবিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙা ব্যবহার করত। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। তাদের স্ত্রী-পরিজনেরা নৌকা ও পালকিতে একস্থান হতে অন্য স্থানে আসা যাওয়া করত।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরবার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের কোন অধিবাসীরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ আর্ষদের বাংলায় আগমনের পূর্বে কী কী ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল? বর্ণনা কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ২৭ ▶▶

প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্প ও প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্যকর্ম

মিতু ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে গভীর মনোযোগের সাথে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিল প্রাচীন চিত্রশিল্প ও শিল্পকলা। সে প্রাচীন পান্ডুলিপি, প্রস্তর এবং ধাতু নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি সম্পর্কে জানল। এরপর সে প্রবেশ করল বিশ্বসভ্যতার হলরবমে। এখানে মিতু প্রাচীন সভ্যতার সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি দেখে অভিভূত হয়। সে জানতে পারে, বিশ্বসভ্যতায় গ্রিসের প্রাচীন সাহিত্যকর্মের মূল্য।

[দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়]

- ক.** ফরাসিরা কত খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরীতে উপনিবেশ গড়ে তোলে? ১
- খ.** অখন্ড বাংলার উদ্যোগ কী ছিল, তা লেখ। ২
- গ.** ঢাকার জাদুঘরে মিতুর দেখা চিত্রশিল্প ও শিল্পকলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্বসভ্যতায় গ্রিসের প্রাচীন সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক ফরাসিরা ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরীতে উপনিবেশ গড়ে তোলে।

খ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এটিই অখণ্ড বাংলা, উদ্যোগ যা ‘বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব’ নামে খ্যাত। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তার এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি ‘সোস্যালিস্ট রিপাবলিক’ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গ ঢাকার জাদুঘরে মিতুর দেখা চিত্রশিল্প ও চিত্রকলা ছিল প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্প ও চিত্রকলা। প্রাচীনকালে বাংলায় চিত্র অঙ্কনের চর্চা ছিল। সাধারণত বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরের দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য চিত্রাঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে বৌদ্ধ লেখকরা তালপাতা অথবা কাগজে পুস্তকের পান্ডুলিপি তৈরি করতেন। এসব পুঁথি চিত্রায়িত করার জন্য লেখক ও শিল্পীরা ছোট ছোট ছবি আঁকতেন।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেত্রে পাল যুগ স্মরণীয়। এ যুগে প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তি নির্মাণে সাধারণত অষ্টধাতু ও কালো কয়লাপাথর ব্যবহার করা হতো। এছাড়া স্বর্ণ ও রূপা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। শিল্পীর শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্যবোধের অনন্য পরিচয় ছিল এ যুগের শিল্পকলায়।

ঘ বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্য কর্মের মূল্য অসামান্য। সাহিত্যের বেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়ড ও ওডিসি’ মহাকাব্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। সেসময় সাহিত্য বেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। এসকাইলাসকে বিয়োগান্তক নাটকের জনক বলা হয়। তার রচিত নাটকের নাম প্রমিথিউস বাউন্ট। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস। তার বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা অয়দিপাউস, আন্তিগোনে ও ইলেক্ট্রা অন্যতম। মিলনাত্মক ও ব্যাঙ্গ রচনায় এরিস্টোফেনেসের বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রাচীন গ্রিসের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে।

গ্রিসের মহাকাব্য হোমারের ‘ইলিয়ড ও ওডিসি’ মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। হোমারের কাহিনী আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সত্য ইতিহাস। আবিষ্কৃত হয় উন্নততর প্রাচীন নগর সভ্যতা, প্রাক ক্লাসিক্যাল গ্রিক সভ্যতা। সত্যিই বিশ্বসভ্যায় গ্রিক সাহিত্য এনে দেয় এক অনন্য সভ্যতার পরিচয়।

প্রশ্ন- ২৮ ▶▶

প্রাচীন নগরী ও মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস এবং শিল্পকর্ম

জাভেদ বিটিভি চ্যানেলে দেখতে পেল সম্প্রতি আবিষ্কৃত এক প্রাচীন নগরী উয়ারী-বটেশ্বর এর প্রতিবেদন চিত্র। যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা, পাকা রাস্তা, পার্শ্বরাস্তাসহ ইট নির্মিত স্থাপত্য কীর্তি। গতকাল সে ডিসকভারিতে দেখেছিল প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস ও শিল্পকর্ম নিয়ে প্রতিবেদন চিত্র। প্রাচীন মিশরীয়রা মূর্তিপূজা করত। তাদের অসাধারণ দরতা ছিল কারবশিল্পে। [চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়]

- ক.** ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? ১
- খ.** মাৎস্যন্যায় কী? সমাজে এর প্রকাশ কী? ২
- গ.** বিটিভি চ্যানেলে প্রচারিত প্রতিবেদন চিত্রটির ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** ‘ডিসকভারি’ চ্যানেলে প্রচারিত প্রতিবেদন চিত্রটির মূল্যায়ন কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি ইতিহ শব্দ থেকে।

খ অরাজকতার সময়কালকে পাল তন্ত্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বলে মাৎস্যন্যায়। সমাজে এর প্রকাশ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার প্রতীক রূপে।

গ উদ্দীপকে বিটিভি চ্যানেলে প্রচারিত প্রতিবেদন চিত্রটি ছিল সম্প্রতি আবিষ্কৃত এক প্রাচীন নগরী উয়ারী-বটেশ্বর এর প্রতিবেদন চিত্র। উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে ২৫০০ বছরের পুরাতন এক নগরকেন্দ্রিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এটি ঢাকা হতে ৭৫ কিলোমিটার দূরে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত। এত দিন ধারণা করা হতো প্রাচীন বাংলার সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক। কিন্তু এ আবিষ্কারের ফলে এখন জোরালোভাবেই বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাও গড়ে

উঠেছিল। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নতুন করে লিখতে হবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস।

ঘ উদ্দীপকে ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত প্রতিবেদন চিত্রটি প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস ও শিল্পকর্ম নিয়ে নির্মিত। পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে প্রাচীন মিশরীয়রা ধর্মীয় নিয়মকানুন, অনুশাসন দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিল। এ কারণে সভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে।

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত আর এই চিন্তা থেকে মমি রবার জন্য তৈরি হয়েছিল পিরামিড।

মিশরীয়দের চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। কারবিশিল্পে প্রাচীন মিশরীয়রা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাদের অসাধারণ চিত্রকলায় মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ১ বৈশ্যদের প্রধান কাজ কী ছিল?

উত্তর : ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের প্রধান কাজ।

প্রশ্ন ১ ২ ১ আলপাইন কী?

উত্তর : আলপাইন একটি জাতির নাম।

প্রশ্ন ১ ৩ ১ প্রাচীনকালে বাংলায় কয় প্রকার বর্ণ ছিল?

উত্তর : প্রাচীনকালে বাংলায় চার প্রকার বর্ণ ছিল।

প্রশ্ন ১ ৪ ১ বত্রিয়দের প্রধান পেশা কী ছিল?

উত্তর : বত্রিয়দের প্রধান পেশা ছিল যুদ্ধ করা।

প্রশ্ন ১ ৫ ১ মানুষ কী ধরনের জীব?

উত্তর : মানুষ সামাজিক জীব।

প্রশ্ন ১ ৬ ১ প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীদের বেশির ভাগ কোথায় বাস করত?

উত্তর : প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীদের বেশির ভাগ গ্রামে বাস করত।

প্রশ্ন ১ ৭ ১ বাংলা ভাষায় মোট কতটি চর্যাপদ পাওয়া গিয়েছে?

উত্তর : বাংলা ভাষায় মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গিয়েছে।

প্রশ্ন ১ ৮ ১ প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?

উত্তর : প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার।

প্রশ্ন ১ ৯ ১ কুটিরশিল্পে প্রাচীন বাংলা কেমন ছিল?

উত্তর : কুটিরশিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ১ ১০ ১ ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন কী?

উত্তর : ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন স্তূপ।

প্রশ্ন ১ ১১ ১ পাহাড়পুরের ভাস্কর্য শিল্পকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : পাহাড়পুরের ভাস্কর্য শিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ১ ১২ ১ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে কোথায় জৈন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল?

উত্তর : সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ১ ১৩ ১ প্রাচীন বাংলায় বিজয়া দশমীর দিন কী নামের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো?

উত্তর : প্রাচীন বাংলায় শাবোরৎসব নামে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো।

প্রশ্ন ১ ১৪ ১ বাংলার হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে কীসের প্রবল প্রভাব ছিল?

উত্তর : বাংলার হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল।

প্রশ্ন ১ ১৫ ১ কীসে বাংলার নৈতিক জীবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়?

উত্তর : প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাংলার নৈতিক জীবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১ ১৬ ১ প্রাচীন বাংলায় ধনসম্পত্তিতে কাদের কোনো অধিকার ছিল না?

উত্তর : প্রাচীন বাংলায় ধনসম্পত্তিতে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না।

প্রশ্ন ১ ১৭ ১ আর্যদের ভাষার নাম কী?

উত্তর : আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

প্রশ্ন ১ ১৮ ১ বৈদিক ভাষা সংস্কার হয়ে কোন ভাষায় রূপ নেয়?

উত্তর : বৈদিক ভাষা সংস্কার হয়ে সংস্কৃত ভাষায় রূপ নেয়।

প্রশ্ন ১ ১৯ ১ প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেত্রে কোন যুগ স্মরণীয়?

উত্তর : প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার বেত্রে পাল যুগ স্মরণীয়।

প্রশ্ন ১ ২০ ১ সমাজে কারা উচ্চশ্রেণির মানুষ ছিল?

উত্তর : সমাজে ব্রাহ্মণরা উচ্চশ্রেণির মানুষ ছিল।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ১ সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবন বাঁচাতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন— খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এরপরই মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে মনোযোগ দেয়— শিবা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন প্রভৃতির উন্নয়নে। সমাজজীবন বিকাশে মানুষের এসব কাজকর্মের একত্রিত রূপই হচ্ছে তার সংস্কৃতি।

প্রশ্ন ১ ২ ১ চর্যাপদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শনরূপে পে বাংলা ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল থেকে সংগৃহীত চারটি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি চর্যাপদ নামে পরিচিত। এ পর্যন্ত ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ১ ৩ ১ শালবন বিহার কী?

উত্তর : বাংলায় প্রাচীনকালের বহু নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো বিহার। কয়েক বছর পূর্বে কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি বিহার পাওয়া যায়। এটি শালবন বিহার নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১ ৪ ১ অস্ট্রো এশিয়াটিক জাতি কারা?

উত্তর : বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিল অস্ট্রিক। তারা ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) ও শ্যামদেশের (থাইল্যান্ড) মোন এবং কম্বোজের বের শাখার মানুষের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধ হয় বলা হতো ‘নিষাদ’ কিংবা নাগ, আর পরবর্তীকালে ‘কোলর’, ‘ভিলর’ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১ ৫ ১ সংস্কৃত ভাষার নামকরণ হয় কীভাবে?

উত্তর : আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। পরবর্তীকালে এ ভাষাকে সংস্কার করা হয়। পুরনো ভাষাকে সংস্কার করা হয় বলে এই ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। এভাবে সংস্কৃত ভাষার নামকরণ করা হয়।

প্রশ্ন ১৬ ৥ জৈন ধর্ম সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর রাত্ এ দেশে আগমন করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তাই বলে জৈন ধর্মের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। প্রাচীনকাল হতে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিগ্রহস্ত নামে পরিচিত হতো। গুপ্ত যুগ পর্যন্ত এ নাম প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ১৭ ৥ প্রাচীন বাংলায় নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রাচীনকালে বাঙালি পুরুষদের কোনো সুনাম ছিল না। বরং তারা বিবাদপ্রিয় ও উদ্ভ্রান্ত বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাঙালি মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। মেয়েরা লেখাপড়াও শিখত। শিবিতে সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা বেশ উচ্চ ছিল। সে যুগে অবরোধ বা পর্দা প্রথা ছিল না। তবে বাংলার মেয়েদের কোনো স্বাভাবিক বা স্বাধীনতা ছিল না। তবে পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক স্ত্রীকেই সপত্নীর সঙ্গে একত্রে জীবনযাপন করতে হতো। বৈধব্য নারী জীবনের চরম অভিশাপ বলে বিবেচিত হতো। মুছে যেত কপালের সিঁদুর এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত প্রসাধন ও অলঙ্কার। বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাস বর্জন ও কৃষ্ণসাধন করতে হতো। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু

হলে একই চিতায় স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। প্রাচীন বাংলায় ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোনো আইনগত অধিকার ছিল না। তবে, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে পারত।

প্রশ্ন ১৮ ৥ প্রাচীন বাংলার আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : প্রাচীন বাংলায় পূজা-পার্বণ ও আমোদ প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হতো। বিজয়া দশমীর দিন ‘শাবোরৎসব’ নামে একপ্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো। চৈত্র মাসে বাদ্য সহকারে এক ধরনের অশরীল গানের রীতি তখন প্রচলিত ছিল। হোলাকা বা বর্তমান কালের ‘হোলি’ একটি প্রধান উৎসব ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলে এতে যোগদান করত। কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে অব-কীড়া হতো। আত্মীয়স্বজন মিলে চিড়া ও নারকেলের প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ সে রাত্রির প্রধান অঙ্গ ছিল। দ্যুত-পতিপদ নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্তিক মাসের শুরুর প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হতো। এ মাসেই সুখরাত্রিব্রত পালিত হতো। ভাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অবয় তৃতীয়া, দশহরা, গজাস্নান, মহাঅষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান ইত্যাদি বর্তমানের সুপরিচিত অনুষ্ঠানগুলো সেকালেও প্রচলিত ছিল।